কুমারী প্রতিভা

(উপন্যাস)

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী বসু

-প্রণীত

কলিকাতা

ওয়ালিস ষ্ট্রীট,—"কান্তিক প্রেস" হইতে

শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৮

মূল্য ছয় আনা

উপহার

দাদা—

চিরস্থায়ী কিছু নয় এ মর-সংসারে,
ক্ষণিক সৌন্দর্য্যে সবে বিমোহিত করে।
সন্ধ্যার সমীরে যবে কুসুম নিচয়
ফুটিয়ে আমোদ ভরে সৌরভ বিলায়,
আজি যে সৌরভে মুগ্ধ মানবের মন
কালি সে অরুণ রাগে ঝরিবে যখন,
রবে না সৌন্দর্য্য তার সৌরভ বিহীন
ছিন্ন পুষ্প হবে তবে ভূতলে বিলীন।
ত্রিদিব কুসুমরাশি তুলিয়ে যতনে
সেজেছে ত্রিদিব বালা ত্রিদিব ভূষণে।
এঁকেছি কল্পনা ছবি কুমারী প্রতিভা
হবে নাকি সুখী দেখি এ করুণ আভা?
আমার প্রতিভা, দাদা, এ মর-সংসারে
এসেছিল এ জগতে দুদিনের তরে;
রাখিয়ে গৌরব মালা ধরণী মাঝারে
গিয়াছে অমর বালা সে অমর পুরে।
লও দাদা উপহার স্মৃতিটুকু তার,
স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে ভরা প্রতিভা আমার।

তোমার দুঃখিনী বোন
সুশীলা।

কুমারী প্রতিজ্ঞা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রতিজ্ঞা।

আমি কে? তাহা এতদিন বুঝিতাম না এবং বালিকাস্বভাব-সুলভে আত্ম পরিচয় লাভের চেষ্টা করি নাই। অজয় সিংহের ও রাণীর অপূর্ব্ব বাৎসল্য স্নেহে আমি তাঁহাদের পিতৃমাতৃস্বরূপ জ্ঞান করিতাম। কমলা আমার অগ্রজা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ যত্নেন পরিতৃপ্ত করিতেছেন। আর অমর সিংহ, তাঁহার স্নেহ ভালবাসার তুলনা নাই। এতদিন এ রাজসংসারে আমার কোন সুখের অভাব ছিল না। আমি প্রফুল্ল কুসুমের ন্যায় এ রাজ-উদ্যানে ফুটিয়া ছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এই সুখ আনন্দে জীবন কাটিবে। কিন্তু এখন সে আশায় হতাশ হইয়াছি। এতদিন কল্পনায় যে সুখের ছবি আঁকিয়াছিলাম এখন আত্মহীনতায় সে ছবি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে। পিতৃমাতৃহীনা নিরাশ্রয়া অভাগিনীর সুখের প্রত্যাশা এ জগতে নাই। এতদিন আমার ভ্রান্ত মনে যে বিশ্বাস ছিল এখন তাহা বিদুরিত হইল। আজ আমি অজয় সিংহের মুখে

এবং স্বকর্ণে যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার অন্ধবিশ্বাস বিদূরিত হইয়া আত্ম-পরিচয় পাইলাম। এতদিন, 'আমি কে' এই সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান ছিলাম। রাজা রাণীর কথোপকথন যদি আমি স্বকর্ণে না শুনিতাম তাহা হইলে আমি কথনই অপরের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

রাণী, অমরের সহিত আমার বিবাহের কথা উত্থাপন করিবা-মাত্র রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন—"কি বলিলে? যার পিতা নির্ব্বাসিত, মাতা আত্মঘাতিনী, পিতৃব্য রাজ্য লোভে নিজ ভ্রাতাকে চির নির্ব্বাসিত করিয়াছে, আমার আশ্রয়ে যে প্রতিপালিতা তাহাকে আমি পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়া আত্মগৌরব হীন করিতে পারিনা।" রাণীর মুখে আমার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলাম। আমি যখন এক বৎসরের, সেই সময় আমার পিতাকে আমার পিতৃব্য জয়সিংহ বন্দী করিয়াছিলেন। সেই শোকে মা আমার আত্মঘাতিনী হইয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত আমি এ রাজ-সংসারে প্রতিপালিতা হইতেছি। আজ চতুর্দ্দশ বৎসর পিতা আমার বন্দী। এ চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিল না। মনে মনে বলিতে লাগিলাম—"বাবা, আজ যদি তোমার পুত্র থাকিত, তাহা হইলে কখনই তোমাকে এরূপ বন্দীভাবে জীবন কাটাইতে হইত না। আমি তোমার অভাগিনী পরাধীনা কন্যা কিরূপে তোমাকে মুক্ত করিব? অবশ্যই পিতাকে মুক্ত করিব। আমি যে রাজপুতবালা, বিজয় সিংহের দুহিতা, এখনও রাজপুত রমণীর ধমনীতে উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। যে রাজপুত রমণীগণ স্বদেশ রক্ষার জন্য স্বামী পুত্রগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতেন, সেই উৎসাহে রাজপুতগণ বীরনামের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন,

আমি সেই রাজপুতবালা হইয়া কেন পিতাকে উদ্ধার করিতে পারিব না? অবশ্যই পারিব। মা কৌমারী দেবী তুমি আমার সহায় হও মা। তুমি না সহায় হইলে আমি আমার পিতাকে উদ্ধার করিতে পারিব না। মা, যতদিন না আমি পিতাকে উদ্ধার করিতে পারিব, ততদিন আমি কুমারী ব্রত ধারণ করিব, এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কমলা।

"প্রতিভা, আজ কয়দিন থেকে তোমাব মুখখানি এত বিষণ্ণ দেখ্‌ছি কেন? তোমার কোন অসুখ হয়েছে কি? প্রতিভা! তুমি কি এখন আমাদের পর মনে কর?"

একটী বিংশতি বর্ষীয়া সুন্দরী রমণী সস্নেহে প্রতিভার মুখ চুম্বন করিয়া এই কথা বলিয়া তাহার উত্তরের প্রতীক্ষায় মুখের পানে উদ্বিগ্নভাবে চাহিয়া রহিলেন।

প্রতিভা এ স্নেহাদরে যেন পূর্ব্ব মনোবেদনা ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হইয়া বলিল—"দিদি, তোমার মত স্নেহময়ী দিদি যখন পাইয়াছি তখন আমার কোন দুঃখ হইতে পারে কি? পিতৃমাতৃ-তুল্য রাজরাণীর স্নেহ যত্নে আমার পিতৃমাতৃ অভাব দূব হইয়াছে। দিদি, তোমাদের স্নেহের পরিসীমা নাই। তোমাদের এত স্নেহ দয়ায় কি আমি তোমাদের পর মনে করিতে পারি?

দিদি, আমার কোন অসুখ হয় নাই, সেজন্য তোমরা ভাবিও না।”

কমলা, প্রতিভার সরলতামাখা কথায় অতীব আনন্দিত হইলেন। কিন্তু সুচতুরা বুদ্ধিমতী বুঝিলেন প্রতিভার কোমলহৃদয়ে যেন কোন ক্লেশের কারণ লুক্কায়িত রহিয়াছে। কমলা সাদরে প্রতিভার চিবুক ধরিয়া বলিলেন—“প্রতিভা, আমি তোমার দিদি। আমার কাছে তুমি কোন মনোবেদনার বিষয় গোপন করিবার চেষ্টা করিও না। আমাব দ্বারায় তোমার কোন উপকার ভিন্ন কখনই অপকার হইবে না। প্রতিভা, তুমি অকপটহৃদয়ে তোমার সমস্ত বেদনার কথা আমাকে খুলিয়া বল।”

কমলার স্নেহ ভালবাসা সহৃদয়তায় প্রতিভার সমস্ত শোক দুঃখ যেন উছলিয়া পড়িল। প্রতিভাব সুন্দর নয়নদুটী অশ্রু পরিপূর্ণ হইল। কমল সস্নেহে নিজ অঞ্চলে প্রতিভার নয়ন মুছাইয়া বলিলেন—“বল প্রতিভা, তোমাকে কি কেহ তিরস্কার করিয়াছে? কিম্বা তোমাকে কোন রূঢ় কথা বলিয়া তোমার মনোকষ্ট দিয়াছে? তাহা হইলে আমি এখনি তাহার প্রতিবিধান করিব।”

প্রতিভা।—না দিদি, আমাকে কেহ তিরস্কার কিম্বা রূঢ় কথা বলে নাই। বলিতে কি দিদি, আমি এতদিন জানিতাম তুমি আমার সহোদরা—অগ্রজা ভগিনী; রাজা ও রাণী আমার পিতা মাতা। কিন্তু এখন বুঝিতেছি সে ধারণা আমার ভুল। আমি তোমার সহোদবা নহি। আমি পিতৃমাতৃহীনা, তোমাদের আশ্রয়ে প্রতিপালিতা হইতেছি। আমার পিতা বিজয় সিংহ তাঁহার ভ্রাতা জয়সিংহের ছলনায় মুগ্ধ হইয়া আজ চতুর্দ্দশ বৎসর বন্দীভাবে জীবন কাটাইতেছেন। আর আমি এ রাজ-সংসারে রাজ ভোগে সুখে

জীবন কাটাইতেছি। দিদি, ঈশ্বর মঙ্গলময়; তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছায় আমি এতদিন পরে আত্মপরিচয় পাইয়াছি।

কমলা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"প্রতিভা, তোমার জীবনকাহিনী তোমাকে কে বলিল? তুমি যে আমার সহোদরা নহ, এ কথা ত সকলে জানেনা!"

প্রতিভা।—দিদি, আমাকে ক্ষমা কর। একথা আমি কাহার নিকট শুনিয়াছি তাহা আমি প্রকাশ করিব না। দিদি, ইহাতে আমার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হয় নাই। ইহা আমার পক্ষে বড়ই সুখের বিষয়। যদি চিরদিন আত্মপরিচয় আমার নিকট গোপন থাকিত তাহা হইলে আমার পিতার উদ্ধারের চেষ্টা হইত না। সেই করুণাময়ের কৃপায় আমি সমস্তই জানিতে পারিয়াছি, তাই এখন আমার মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। এবার নিশ্চয় আমার পিতার উদ্ধার হইবে। পিতার উদ্ধারের জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হইয়াছি। দিদি, আমার জীবনের সুখ শান্তির আশা চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়াছে। যদি কখন আমার পিতাকে সে কঠিন বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারি তবে আবার আমার এ শুষ্ক মুখে আনন্দের হাসি ফুটিবে। নচেৎ আমার চিরদিনের মত সব সুখ আশা ফুরাইল। যদি এ জীবনে অভাগিনীর ভাগ্যে স্নেহময় পিতার চরণ দর্শন না ঘটে, তাহা হইলে প্রতিভা চিরদিন কুমারী ব্রত অবলম্বন করিয়া পিতার পবিত্র আত্মার উদ্দেশে পূজা করিবে; তাহাতেই তাহার হৃদয়ের শোকাগ্নি কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে।

কমলা।—প্রতিভা! প্রতিভা! কেন তুমি না জানিয়া শুনিয়া এরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞা করিলে? তোমার এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন। তুমি জান না, তুমি তখন নিতান্ত বালিকা ছিলে।

বাবা তোমার পিতার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনেক দিন অতীত হইল, তাঁহার কোন সংবাদ না পাওয়ায় আমাদের মনে হয় তিনি বোধ হয় এখন আর জীবিত নাই। সেইজন্য বাবা হতাশ হইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইয়াছেন। প্রতিভা, তুমি বালিকা! কেন বোন এ প্রতিজ্ঞা করিলে? তোমার সুখ আনন্দ চিরদিনের মত বিসর্জ্জন করিয়া তোমার প্রফুল্ল হৃদয়কে চির অশান্তিময় করিলে? তোমার পিতা কি আর এ জগতে আছেন? ভগবান তাঁহাকে চির কারামুক্ত করিয়াছেন, তুমি আর তাঁকে কি কারামুক্ত করিবে?

প্রতিভা।—না দিদি, এ ধারণা তোমাদের ভুল। আমায় যেন কে আশায় উৎসাহিত করিতেছে যে আমার পিতা এখনও জীবিতাবস্থায় কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। আর আমি অভাগিনী কন্যা কিরূপে সুখে জীবন কাটাইব? ইহা কখনই হইতে পারে না। দিদি! আমি তোমার পায়ে ধরি, আমার এ প্রতিজ্ঞায় কেহ বাধা দিও না। আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে আমার পিতার অন্বেষণে বহির্গত হইব। আমি জীবন সংকল্প করিয়াছি যে পিতার অনুসন্ধানে ত্রুটি করিব না। দিদি, ভগবান কি এ অভাগিনীর প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন না?

কমলা।—প্রতিভা তুমি বালিকা। একাকিনী কোথায় পিতার অনুসন্ধান করিবে? বাবা এত অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার কোন সন্ধান পাইলেন না, আর তুমি একাকিনী অনুসন্ধান করিবে?

প্রতিভা বুঝিতে পারিলেন কমলা তাঁহার ইচ্ছায় বাধা

দিবেন। সেইজন্য তিনি আপন মনোভাব গোপন করিবার জন্য বলিলেন—"দিদি, আমি যে আশায় উৎসাহিত হইয়াছিলাম, আজ তোমার কথায় নিরুৎসাহিত হইলাম। আমি অভাগিনী, এজীবনে বোধ হয় পিতৃচরণ দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিবে না।"

মমতাময়ী কমলা সখীর ব্যথিতকাতরহৃদয়ে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন—"প্রতিভা, তুমি স্থির হইয়া তোমার উত্তেজিত হৃদয়কে দমন করিতে চেষ্টা না করিলে এ মর্ম্মান্তিক ক্লেশে তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া যাইবে। যাহাতে তোমার এ ক্লেশের লাঘব হয় আমি তাহার চেষ্টা করিব। আমি আবার বাবাকে তোমার পিতার অনুসন্ধান করিতে বলিব। তুমি রমণী আবার তাহাতে বালিকা, কিরূপে পিতার অনুসন্ধান করিবে?"

প্রতিভা কমলার বাক্যে কিঞ্চিৎ শান্ত হইল বটে কিন্তু তাহার হৃদয়ে যে ঝটিকা বহিতেছিল, সে নীরবে তাহা সহ্য করিতে লাগিল। কেবল দুই বিন্দু অশ্রু সেই সুন্দর গণ্ডস্থল বহিয়া কমলার হস্তে পড়িল।

কমলা সেই কাতর ব্যথিত মুখখানি আপনার স্নেহময় বক্ষে চাপিয়া বলিলেন—"প্রতিভা, তুমি আমার অনুজা ভগিনী। তোমার কাতর মুখ দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ভগিনী, অতীত ঘটনা চিন্তা করিয়া দেহকে শীর্ণ করিও না। চল গৃহে যাই, অনেক্ষণ অবধি উদ্যানে রহিয়াছি, মা বোধ হয় আমাদের খুঁজিতেছেন।"—এই বলিয়া কমলা প্রতিভার হস্ত ধারণ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহ পরিত্যাগ।

রজনী দ্বিপ্রহর। অসংখ্য তাবকামালায় শুক্লাষ্টমীর চন্দ্রমা বিভূষিত। নীরব রজনীতে সকলি নীবব, মধ্যে মধ্যে পেচকের কণ্ঠস্বরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছে। সুখময়ী নিদ্রাদেবীর কোমল কোলে সকলেই নিদ্রিত রহিয়াছে।

রাজা অজয় সিংহের বৃহৎ অট্টালিকার একটী গৃহে প্রতিভা ব্যাকুলহৃদয়ে গবাক্ষ সন্নিধানে দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"এ রজনীতে সকলেই সুখে নিদ্রা যাইতেছে, কিন্তু হায়, আমার চক্ষে নিদ্রা নাই কেন? শয্যা আমার কণ্টকিত হইয়াছে। হৃদয়কে স্থির করা আমায় পক্ষে অসাধ্য। দিদি বলিলেন, তুমি রমণী হইয়া একাকিনী কোথায় পিতার অনুসন্ধান করিবে? তাহা সত্য। আমি ত কখন গৃহের বাহির হই নাই। কোথায় কোন্ পথে গেলে পিতার সন্ধান পাইব, সে পথ আমাকে কে দেখাইয়া দিবে? ভগবান, তুমি আমার সহায় হইয়া পথ দেখাইয়া দাও, নচেৎ আমি যে আর এ অশান্ত হৃদয়ভার লইয়া গৃহে থাকিতে পারিতেছি না। পিতা আমার, সেই শত্রুর কারাগৃহে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া আজ চতুর্দ্দশ বৎসর জীবনযাপন করিতেছেন। সকলের বিশ্বাস আমার পিতা আর জীবিত নাই কিন্তু আমার অন্তরে সে বিশ্বাস স্থান পায় না। কে যেন আমার সম্মুখে আশার আলোক ধরিয়া বলিতেছে, এখনও আমার পিতা জীর্ণ শীর্ণ দুঃখময় জীবনভার বহন

করিতেছেন। আর আমি কন্যা হইয়া কোন প্রাণে নিশ্চিন্ত রহিব? বাবা, তোমার অনুসন্ধান করিতে গিয়া যদি আমাকে মৃত্যুমুখেও পতিত হইতে হয়, তাহাতেও আমার আনন্দ আছে। আমি কাহারও কথা শুনিব না, কোন বাধা বিঘ্ন মানিব না। আমি অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য ঈশ্বরের উপর ভরসা করিয়া পিতার অনুসন্ধানের নিমিত্ত গৃহ পরিত্যাগ করিব। আমার গতিরোধ করিতে কেহই পারিবে না।"

প্রতিভা করযোড়ে ঈশ্বর চরণ উদ্দেশে প্রণিপাত করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল—"দয়াময়, একবার এ দুঃখিনী কন্যার প্রতি মুখ তুলিয়া চাও। বিপদবারণ মধুসূদন, তুমি এ অভাগিনীকে সকল বিপদে রক্ষা করিও। দেব! তোমার চরণ ভরসায় আমি বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেছি। তোমার চরণ-তরী আশ্রয় করিয়া আমি যেন কূল পাই।"

প্রতিভা বসনাঞ্চলে নয়ন মুছিয়া অজয় সিংহের শয়নকক্ষের পানে চাহিয়া বলিল—"মহারাজ, মহারাণী—তোমাদের অকৃত্রিম স্নেহ যত্নে আমি প্রতিপালিতা হইয়াছি। আজ আমি সে স্নেহ যত্ন উপেক্ষা করিয়া নিজের কর্ত্তব্য পালনের জন্য চলিলাম। তোমরা আমার পিতৃমাতৃতুল্য। এ দুঃখিনী কন্যার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আশীর্বাদ কর যেন আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হয়। স্নেহময়ী দিদি, তোমার অপরিসীম স্নেহ আদর এ সন্তপ্ত হৃদয়ের সকল সন্তাপ হরণ করিত। আমি প্রাণের যাতনায় ব্যথিত হইয়া তোমার শত নিষেধসত্ত্বেও পিতৃ অন্বেষণে চলিলাম। যাইবার সময় তোমার পবিত্র করুণাপূর্ণ মুখখানি দেখিবার ও সেই স্নেহপূর্ণ কথা শুনিবার বড়ই ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমি ইচ্ছা করিয়া

সে সাধে বঞ্চিত হইলাম। তোমাকে বলিয়া গেলে তুমি কখনই যাইতে দিতে না; তোমার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে। তোমার সে স্নেহ-হৃদয় হইতে মস্তক তুলিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিতে আমার শক্তিতে কুলাইত না। তাই দিদি তোমাকে না বলিয়া চলিলাম। এ অকৃতজ্ঞার সকল অপরাধ ক্ষমা করিও।”

প্রতিভা চঞ্চল নয়নে একবার চারিদিকে চাহিল। তখনও রজনী ঘোর নিস্তব্ধতাময়। প্রতিভা প্রফুল্ল মনে লিখিবার উপকরণ লইয়া পত্র লিখিতে বসিল।—

স্নেহময়ী দিদি,

আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে। এ ব্যাকুলতার কারণ কাল তোমাকে বলিয়াছি। দিদি! এ মনোবেদনার ভার লইয়া আমি গৃহে থাকিতে পারিতেছি না, তাই অকৃতজ্ঞার ন্যায় তোমাদের অজ্ঞাতে গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। নিজ গুণে ক্ষমা করিও। দিদি, হৃদয় যদি দেখাবার হইত, তাহলে দেখাতাম আমার হৃদয় মধ্যে কি নিদারুণ মনোবেদনা লুক্কায়িত আছে। এ হৃদয় ভার বহন করিয়া গৃহে থাকা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়াছে, তাই পিতার অনুসন্ধানের নিমিত্ত একাকিনী চলিলাম। দিদি! জানি না কে আমার পথ প্রদর্শক হইবে? দিদি! প্রাণের কথা লিখিবার অনেক ছিল কিন্তু আর সময় নাই। কেবল একমাত্র নিবেদন, আমার অনুসন্ধানের জন্য তোমরা ব্যস্ত হইও না। আমার প্রবল হৃদয়াবেগের গতি রোধ করিতে কেহই সমর্থ হইবে না। পিতামাতার চরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইয়া বলিও, তাঁদের নিজ

অসীম দয়াগুণে যেন এ অকৃতজ্ঞা তনয়াকে ক্ষমা করেন। আর সময় নাই বিদায়। ইতি।—

তোমাদের ক্ষমাপ্রার্থিনী

প্রতিভা।

প্রতিভা বার বার তিনবার পত্রখানি পাঠ করিয়া উপাধানের নিম্নে রাখিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। নীরব রজনীতে ক্ষুদ্র পথ অবলম্বন করিয়া নির্ভয় উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে প্রতিভা গৃহ পরিত্যাগ করিল।

প্রতিভা, তুমিই ধন্য। তোমার অপূর্ব্ব পিতৃভক্তি তোমাকে সকল বিপদে রক্ষা করিবে। পিতার উদ্ধারের জন্য বালিকা তুমি সকল বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া একাকিনী পিতার অন্বেষণের নিমিত্ত চলিয়াছ। জানি না এ বিপদে তোমাকে কে সহায়তা করিবে? কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পিতার উদ্ধার করিবে?

যাও প্রতিভা যাও, ভগবান তোমার সহায়তা করিবেন। তোমার এ উৎসাহপূর্ণ হৃদয়াবেগের গতিরোধ করার ক্ষমতা কাহারও নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অন্বেষণ।

প্রভাত সমীরণে প্রফুল্ল মনে পাপিয়াগণ সুমধুর সঙ্গীতধ্বনিতে সমস্ত নরনারীগণকে জাগাইল। রাজবাটীর সকলেই জাগিল। কেবল জাগিল না প্রতিভা। ক্রমশঃ বেলা অধিক বাড়িতেছে

দেখিয়া স্নেহময়ী কমলা আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। এত বেলা পর্য্যন্ত না উঠিবার কারণ জানিবার জন্য উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে প্রতিভাব শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে একেবারে বিস্ময়ান্বিত হইলেন। প্রতিভার শয়নকক্ষ শূন্য। গত রাত্রে যেরূপ শয্যা রচিত হইয়াছিল তাহা সেইরূপ ভাবেই রহিয়াছে। প্রতিভার আহার দ্রব্য যথাস্থানে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। বোধ হয় তাহা প্রতিভা একেবারেই স্পর্শ করে নাই। প্রতিভা যে পিতৃ অন্বেষণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, সহসা কন্যকার সেই কথা কমলার মনে পড়িল। তবে কি সত্য সত্যই প্রতিভা পিতৃ অন্বেষণের নিমিত্ত গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে?

কমলা প্রতিভাকে আপন সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। আজ প্রতিভার অভাবে তাঁহার মমতাময় স্নেহপূর্ণ হৃদয় চিরশূন্য হইল। কমলা একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হায় প্রতিভা, তুমি বালিকা হইয়া কোন্ সাহসে গৃহ পরিত্যাগ করিলে? এ রাজ-সংসারে থাকিয়া দুঃখ ক্লেশ কাহাকে বলে তাহা জানিতে না। কুসুম কোমলতায় গঠিত হইয়া এখন নিরাশ্রয় অবস্থায় পথে পথে কত নিদারুণ দুঃখ ক্লেশ সহিতে হইবে তাহা ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সরলা প্রতিভা আমার, সে ত কিছুই জানে না, তার কোমল প্রাণে কে বেদনা জাগাইয়া দিল? আমার পিতা মাতাকে সে নিজের পিতা মাতা মনে করিত এবং আমাকে অগ্রজা ভগিনীর ন্যায় ভাবিত। প্রতিভার সে বিশ্বাস কে ভঙ্গ করিল?"

কমলা হতাশ অন্তরে প্রতিভার শূন্য শয্যায় বসিলেন। তাঁহার হস্ত সঞ্চালনে উপাধানটী সরিয়া গেল। সেই উপাধানের নিম্নে

কমলা দেখিলেন প্রতিভার হস্তাক্ষরে তাঁহার নামে একখানি পত্র রহিয়াছে। কমলা ব্যস্ততাসহকারে পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন। পত্রপাঠে কমলার নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। কমলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল। নিষ্ঠুর প্রতিভা জন্মের মত আমাদের পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সে বোধ হয় এখনও বেশী দূর যাইতে পারে নাই। এই সময় যদি পিতাকে সংবাদ দিয়া প্রতিভার অন্বেষণের চেষ্টা করি—তাহা হইলে বোধ হয় এখনও তাহাকে ফিরান যায়।"

কমলা পত্রখানি হস্তে লইয়া দ্রুতপদে অজয় সিংহের শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। সে সময় অজয় সিংহ মহারাণী সুরমা দেবীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন।

সহসা কমলাকে সজলনয়নে দেখিয়া সুরমা দেবী ব্যস্ততা-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কমল, কি হইয়াছে? তোমার চক্ষে জল কেন?"

কমলা প্রতিভার পত্রখানি মাতার হস্তে দিয়া বলিলেন—"মা, প্রতিভা কোথায় চলিয়া গিয়াছে।"

রাজা রাণী উভয়ে চমকিত হইয়া বলিলেন—"প্রতিভার এরূপ হঠাৎ গৃহ পরিত্যাগ করিবার কারণ কি?"

প্রতিভা কল্য যাহা বলিয়াছিল কমলা তৎসমুদয় পিতা মাতাকে বলিলেন এবং আরও বলিলেন—"ইহার বেশী আর আমি কিছু জানিনা। আমি জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু সে আর অন্য কোন কথা বলিল না।"

সুরমা দেবী অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন—"আমি ত প্রতিভাকে একদিনের জন্য মাতৃ অভাব জানিতে দিই নাই। আমি কমলা

অমরকে যেরূপ স্নেহ করি, সেই স্নেহ যত্নে প্রতিভাকে পালন করিয়াছি। প্রতিভা আমাদের পিতৃ মাতৃ তুল্য জ্ঞান করিত। তাহার মনে এরূপ দুঃখ কেন ঘটিল? যাহা হউক আর বিলম্ব না করিয়া প্রতিভার অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক প্রেরণ করুন। বোধ হয় এখনও বহুদূরে যাইতে পারে নাই।”

অজয়সিংহ তৎক্ষণাৎ বহির্বাটীতে গিয়া প্রতিভার অন্বেষণের নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলেন।

আজ প্রতিভার অভাবে রাজবাটী যেন শূন্যময় হইয়াছে। রাজরাণী কমলা ও অমরের হৃদয় প্রতিভা অভাবে আজ কাঁদিতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জাহ্নবী উপকূলে।

গভীর অরণ্য মধ্যে খরস্রোতা প্রবাহিনী ধীরে ধীরে বহিতেছে। মধ্যাহ্ন-তপনদেব উজ্জ্বল প্রভায় প্রভান্বিত হইয়াছেন। ক্ষুধা পিপাসায় পথশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া প্রতিভা ক্লান্ত দেহে সকাতরে জাহ্নবী উপকূলে আসিয়া বসিল। প্রতিভার সে প্রতিভাপূর্ণ নয়ন যেন তেজোহীন হইয়াছে। অনাহারে ও অনিদ্রায় প্রতিভার সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এখন কোথায় লুকাইয়াছে। প্রতিভা জাহ্নবীর জল অঞ্জলি পূরিয়া লইয়া মস্তকে ও মুখে দিয়া তাহার তৃষ্ণার্ত্ত জীবন শীতল করিল। সকাতরে বলিল—“আর পারিনা, কয়েক দিবস যে কত পথ চলিয়াছি তাহার স্থিরতা নাই। অনাহারে অনিদ্রায় আর যে পা চলে না। ইহার মধ্যে যদি

এত দুর্ব্বল হইলাম তাহা হইলে না জানি কিরূপ করিয়া পিতার উদ্ধার হইবে? আমার মনে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে মনের বলেতে মানুষ সর্ব্বকর্ম্মে জয়ী হয়। আমি সেই মনের বলে এত দূর অগ্রসর হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে মনের বলের সহিত শরীরের বল আবশ্যক। উভয় বল না থাকিলে কার্য্য-সিদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে।"

প্রতিভা নানারূপ দুশ্চিন্তায় প্রপীড়িত হইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সহসা অদূরবর্ত্তী রমণীকণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীতধ্বনি প্রতিভার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সে মধুর সঙ্গীতে প্রতিভার হৃদয় আনন্দ উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। প্রতিভা আশার আশ্বাসে যে দিক হইতে সঙ্গীতধ্বনি আসিতেছিল সেইদিকে উৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া রহিল। ক্রমে সেই গীতধ্বনি আরও নিকটবর্ত্তী হইল। এবার প্রতিভা সেই গীত স্পষ্ট শুনিতে পাইল।

তোমাতে মিশায়ে আমি আমারে ভুলিতে চাই
মিশে গিয়ে তবু কেন আমারে দেখিতে পাই?
প্রাণময় সবি, হেরি প্রেম ছবি,
অনলে অনিলে, সাগর সলিলে,
সে প্রেম লহরী, উথলে প্রাণে।
পাপিয়ার গান, সেই এক তান,
প্রেমানন্দ বিনে আর কিছু নাই।
আমিত্ব প্রভায় সংসারেতে মন ধায়,
তাই হে করুণাময় তোমারে হারাই
তোমাতে মিশায়ে আমি আমারে ভুলিতে চাই।

গৈরিক বসনা ত্রিশূলধারিণী একটী সন্ন্যাসিনী আসিয়া প্রতিভার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কি সুন্দর প্রশান্ত বদন! কি অপূর্ব্ব গম্ভীর তেজোপূর্ণ ভাব! সেই অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া প্রতিভার হৃদয়ে কত আশা জাগিয়া উঠিল। প্রতিভা ভক্তিভরে সন্ন্যাসিনীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

দয়াময়ী সন্ন্যাসিনী চরণ হইতে প্রতিভাকে উঠাইয়া নিজ ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। তাহার সেই অশ্রুপূর্ণ শুষ্ক মুখ দেখিয়া সন্ন্যাসিনীর হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি সস্নেহে গৈরিক অঞ্চলে প্রতিভার নয়ন মুছাইয়া বলিলেন—"মা তুমি বালিকা। এ নির্জ্জন বনে কেন আসিয়াছ? আমি বুঝিয়াছি তোমার হৃদয় মধ্যে কোন দুঃখ মনস্তাপ ঘটিয়াছে তাই তুমি একাকিনী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এতদূরে আসিয়াছ। মা, যদি আমাকে বলিতে তোমার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে তোমার এই মন কষ্টের কারণ আমায় বলিতে পার। আমার দ্বারায় যদি তোমার কোন উপকার হয় তাহা আমি করিতে প্রস্তুত আছি।

প্রতিভা আনন্দিতা হইয়া তাহার পিতৃ অন্বেষণের নিমিত্ত গৃহ পরিত্যাগের কথা সমস্তই বলিলেন।

সন্ন্যাসিনী।—মা, তোমাকে ক্ষুধা পিপাসায় কাতর দেখিতেছি এবং পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ। এক্ষণে চল আমার আশ্রমে গিয়া আহার করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিবে; তাহার পর আমি তোমার পিতার অনুসন্ধান করিয়া দিব সেজন্য তোমার আর কোন চিন্তা নাই।

প্রতিভা সন্ন্যাসিনীর বাক্যে আনন্দিতা হইয়া তাঁহার

চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন—"মা আমি পিতৃমাতৃহীনা। এতদিন পরের আশ্রয়ে প্রতিপালিতা হইয়াছিলাম। এক্ষণে আপনার আশ্রিতা হইলাম। মা, আমার পিতাকে কারামুক্ত করিয়া আমার জীবন রক্ষা করিবেন, নচেৎ এ জীবন আপনার চরণে বিসর্জ্জন করিব।"

সন্ন্যাসিনী।—মা, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি তোমার পিতাকে কারামুক্ত করিব। এখন আমার আশ্রমে চল।

এই বলিয়া তিনি সস্নেহে প্রতিভার হস্ত ধারণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পিতার উদ্ধার।

যে বনে সন্ন্যাসিনীর আশ্রম ছিল তাহার পার্শ্ববর্ত্তী একটী নিবিড় বনে সন্ন্যাসিনী ও প্রতিভা প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসিনী একটী বৃহৎ প্রস্তর সবলে উঠাইলেন। তাহার নিম্নে একটী ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলেন। উভয়ে সেই সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন একটী ক্ষুদ্র গৃহ। গৃহখানি একেবারে অন্ধকারময়, একটীও গবাক্ষ নাই। তথায় চন্দ্র সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। সন্ন্যাসিনী গৃহে প্রবেশ করিয়া একটী প্রদীপ জ্বালিলেন। প্রদীপের আলোক দেখিয়া কে যেন ক্ষীণ করুণ কণ্ঠে বলিল—"মা এসেছেন ?"

সন্ন্যাসিনী প্রতিভার হস্ত ধারণ করিয়া একটী জীর্ণ মলিন শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সেই শয্যায় এক ব্যক্তি শায়িত রহিয়াছেন। তাঁহার শরীর বড়ই শীর্ণ, মানসিক চিন্তায় মুখখানি বড়ই বিষণ্ণ।

সন্ন্যাসিনী পবিত্র স্নেহকরুণাপূর্ণ হস্তখানি সেই শীর্ণবক্ষে স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"আজ কেমন আছেন?"

ব্যক্তি।—মা, এ ত্রয়োদশ বৎসর কেবল আপনার স্নেহ দয়ায় বাঁচিয়া আছি। নচেৎ অনেক দিন পূর্ব্বে এই অন্ধকূপে অনাহারে আমার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইত। আপনি আহার দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। দেবী, এ ত্রয়োদশ বৎসর এই জনসমাগমরহিত নির্জ্জন সুড়ঙ্গ মধ্যে আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। আপনি স্বর্গের দেবী তাই দয়া করিয়া এ হতভাগার জীবনরক্ষার জন্য প্রত্যহ আহার যোগাইয়াছেন। আর স্নেহপূর্ণ মধুর সান্ত্বনায় সমস্ত বেদনা দূরীভূত করিয়াছেন। মা, আর কতদিন এরূপ কঠোর যাতনা ভোগ করিব?

সন্ন্যাসিনী।—আপনি আর বেশী দিন এ যাতনা ভোগ করিবেন না। শীঘ্রই আপনার কোন নিকটতম আত্মীয়া হইতে আপনি উদ্ধার হইবেন।

ব্যক্তি।—মা, আমার আত্মীয়া কে আছে? একমাত্র অভাগিনী পত্নী আর একটী শিশু কন্যা। বোধ হয় তাহারা আমার নিষ্ঠুর ভ্রাতার নিষ্ঠুরতায় এতদিন জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। মা, সে সব কথা মনে হইলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এই সকল দুঃখে আমার হৃদয় মরুভূমি হইয়াছে। এ মরুভূমে আর উর্ব্বরতার আশা নাই। মা, এতদিন আপনার আশ্বাস বাক্যে

আমি আশ্বাসিত হইয়াছিলাম। কিন্তু মা আর যে এ অসহ্য যাতনা সহ্য করিতে পারি না।

সন্ন্যাসিনী।—আপনি আর দুঃখিত হইবেন না। মানুষ মনে যতদূর দুঃখ অনুভব করে, ভগবান মানুষকে সেরূপ দুঃখে কখনই নিক্ষেপ করেন না। ভগবান আপনার সেই একমাত্র শিশু কন্যাটীর জীবন রক্ষা করিয়াছেন। সেই কন্যা হইতে আপনি উদ্ধার হইবেন। আর আপনাকে বেশীক্ষণ এ যাতনা ভোগ করিতে হইবে না। এখন আপনি হৃদয়কে দৃঢ় করুন। আপনি হতভাগ্য নহেন। আপনি সৌভাগ্যবান যে আপনার সেই পিতৃবৎসলা কন্যা আপনার উদ্ধারের জন্য রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া কাঙ্গালিনীর ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিয়াছে!

ব্যক্তি।—মা, সত্যই কি আমার প্রতিভা বেঁচে আছে? আবার তার সেই সরল ক্ষুদ্র মুখখানি দেখিতে পাইব কি? মা, আপনার কথা আমার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি যখন বন্দী হই সে সময় প্রতিভা নিতান্ত বালিকা ছিল। সেই বালিকা এখন কিরূপে পিতার পরিচয় পাইল? আপনি যোগিনী, যোগবলে সমস্তই করিতে পারেন। আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি দেবী, যোগবলে আমার প্রতিভাকে আনিয়া দিন। আমি প্রতিভার মুখ দেখিলে, এ ত্রয়োদশ বৎসরের সমস্ত যাতনা লাঘব হইবে।

সন্ন্যাসিনী।—আপনি ব্যস্ত হইবেন না, স্থির হউন। প্রতিভা আপনার সম্মুখে আছে।

সন্ন্যাসিনীর বাক্য শেষ না হইতেই প্রতিভা উন্মাদিনীর ন্যায় পিতার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

প্রতিভা এতদিন যে আশায় উৎসাহে সমস্ত দুঃখ বিপদ উপেক্ষা করিয়া পিতার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছিল, আজ সন্ন্যাসিনীর অসীম দয়ায় কৃতকার্য্য হইল।

আজ বিজয় সিংহের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার দুর্ব্বল দেহে আজ যেন কত বল পাইয়াছেন। তিনি উঠিয়া সন্ন্যাসিনীর চরণ ধূলা লইয়া মস্তকে দিয়া বলিলেন—"মা, আজ আপনার দয়ায় এ অন্ধকার গৃহে আলোক দেখিতে পাইলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম এই চির অন্ধকারে বুঝি আমার জীবন কাটিবে। দয়াময়ী, আপনি দয়া করিয়া আমার অন্ধকারের আলোক, জীবনের ধ্রুবতারা, একমাত্র স্নেহের প্রতিমা আমার প্রতিভাময়ীকে আমার কোলে তুলিয়া দিয়াছেন। মা, এ হতভাগ্য চিরদিন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিল।"

সন্ন্যাসিনী।—সমস্তই ঈশ্বরের অভিপ্রেত ; তাঁহার বিচিত্র লীলা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তাই আমরা অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া সুখ দুঃখে অধীর হইয়া পড়ি। আমার কি ক্ষমতা যে আপনার দুঃখ দূর করিব? সেই দয়াময় ঈশ্বরকে আপনি ধন্যবাদ দিন।

সন্ন্যাসিনী প্রতিভার মুখ চুম্বন করিয়া সাদরে বলিলেন—"মা প্রতিভা, এখন পিতাকে উদ্ধার করিয়া তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে। কিন্তু মা এখন আমার একটী কর্ম্মে তোমাকে সহায়তা করিতে হইবে। তোমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আমার বিশ্বাস, তোমার দ্বারায় এ কর্ম্ম সফল হইবে।"

প্রতিভা।—মা, আপনি ত আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন। নচেৎ আমাকে আরও কতদিন যে পথে পথে ভ্রমণ করিতে

হইত তাহার স্থিরতা ছিল না। আপনার কৃপাতেই আমি এত শীঘ্র পিতৃচরণ দর্শন করিতে পারিয়াছি। এখন আমি আপনার ক্রীত দাসী, আপনি আমাকে যাহা করিতে আজ্ঞা করিবেন আমি তাহা পালন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিব। মা, এখন আমাকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।

সন্ন্যাসিনী।—প্রতিভা, তুমি যে কর্ম্মে সহায়তা করিবে ইহাতে বড় সুখী হইলাম। মা, এ কার্য্যে রাজ্যের মঙ্গল হইবে, আর রাজপুতের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। সে সমস্ত কথা বলিবার এখন সময় নাই। এখন আমার আশ্রমে চল। সেখানে গিয়া তোমাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিব।

বিজয় সিংহ।—মা প্রতিভা, তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়াছি। তোমার জননী এখন কোথায় আছেন?

প্রতিভা।—বাবা, আমার মা বহুদিন স্বর্গবাসিনী হইয়াছেন। আমি তখন অজ্ঞান বালিকা ছিলাম। আপনি বন্দী হইবার কিছু দিন পরে মা রাজা অজয় সিংহের হস্তে আমার প্রতিপালনের ভার দিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছেন। বাবা, এত দিন আমি পিতৃমাতৃ-হীনা ছিলাম। আজ দেবীর দয়ায় পিতৃস্নেহ ফিরিয়া পাইলাম। কিন্তু মাতৃস্নেহ আর এ জীবনে ফিরিয়া পাইবার আশা নাই।

প্রতিভা আকুল নয়নে পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিজয় সিংহ এ নিদারুণ সংবাদে মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল বারিধারা বহিতে লাগিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হায়! যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। নিষ্ঠুর ভ্রাতার নিষ্ঠুরতায় আমার অভাগিনী পত্নী

আত্মঘাতিনী হইলেন। হায় ভগবান এ মহাপাপের কি প্রতিফল নাই ?”

সন্ন্যাসিনী।—আপনি অধিক কাতর হইবেন না, সমস্তই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। তিনি প্রতিভার জীবন রক্ষা করিলেন অবশ্যই তাঁহারও জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন কিন্তু আপনার পত্নীর এ সুখ সৌভাগ্য নাই তাই তিনি অকালে আত্মঘাতিনী হইলেন। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে তাহার জন্য আর শোক করিয়া কি করিবে ? এখন আমার আশ্রমে চলুন, সেখানে গিয়া সুস্থতা লাভ করিবেন। কিন্তু আপনি যেরূপ দুর্ব্বল এরূপ অবস্থায় যে আপনাকে কিরূপে লইয়া যাইব তাহাই ভাবিতেছি।

বিজয়সিংহ।—মা, আপনার কৃপায় আমি প্রতিভার মুখ দেখিয়া সমস্ত যাতনা ভুলিয়াছি। আমার এ দুর্ব্বল দেহে অনেক বল পাইয়াছি। আমি অনায়াসে আপনার আশ্রমে যাইতে পারিব, সেজন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।

সন্ন্যাসিনী।—তবে চলুন, আমার আশ্রম অধিক দূর নহে।

সন্ন্যাসিনী ও প্রতিভা উভয়ে বিজয় সিংহের হস্ত ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে আশ্রম অভিমুখে চলিলেন।

সন্ন্যাসিনীর পবিত্র আশ্রমে আসিয়া বিজয় সিংহ যেন নবজীবন লাভ করিলেন। আজ তাঁহার জীবন যেন কত আনন্দ শান্তিতে পরিপূর্ণ। এ ত্রয়োদশ বৎসর তিনি জগতের সৌন্দর্য্য উপভোগে বঞ্চিত ছিলেন। আজ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাঁহাকে বিমোহিত করিয়াছে। মধুর মলয়ে তাঁহার তাপিত হৃদয় শীতল হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মহাকালীর মন্দিরে।

সন্ন্যাসিনীর গীত

মহাকালী ওমা কাল ভয় নিবারিণী,
এস এস ওমা রণরঙ্গিনী।
ডাকিনী যোগিনী লয়ে,
এস মা সমরে নাচিয়ে ;
মহাকালী রূপে মহাশক্তি প্রদায়িনী।
দাও মা শকতি ওমা শক্তি সঞ্চারিণী।

সন্ন্যাসিনী।—মা মহামায়া! তোমার এ বিচিত্র লীলা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। এ জগতে সকলেই তোমার মায়ায় মুগ্ধ। মা, তুমি যে কখন কোন্ রূপে মানুষকে কর্ম্মে উত্তেজিত কর তাহা তুমি ভিন্ন আর কে বলিবে? মা, তোমার প্রথম ও শেষ মূর্ত্তি যখন ধ্যান করি তখন আপনি আত্মহারা হই। প্রথম যখন সকামে তোমার সাধন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিলে, সে সময় মনের এক অবস্থা ছিল। ক্রমে সে সকাম কর্ম্ম নিষ্কামে পরিণত হইয়া তোমার চরণে সমস্ত আহুতি দিয়া নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্ত সংযোগ করিলাম। আবার একি মা? মহাকালীরূপে সমর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সেই সমরে এই চিত্তকে উত্তেজিত করিতেছ! মা তোমার এ অলৌকিক কর্ম্ম আমি ক্ষুদ্র মানবী হইয়া কেমন করিয়া বুঝিব? তবে এইমাত্র জানি তুমি আমাকে যে কর্ম্ম করাইবে আমি সেই কর্ম্মই করিব। আমি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সমস্ত তোমাতে হারাইয়াছি।

সন্ন্যাসিনী সেই মহাকালীর সম্মুখে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে ধ্যানে উপবিষ্টা হইলেন।

অপরা সন্ন্যাসিনীগণ ও প্রতিভা ভক্তিভরে সেই লোলজিহ্বা অট্টহাসি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি মহাকালীর পদপ্রান্তে প্রণিপাত করিয়া এবং সেই পাদপদ্ম সুশোভিত রক্ত জবা লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। সহসা তাঁহাদের সেই নারীজনোচিত ভয় লজ্জা, দুর্ব্বলতা বিদূরীত হইয়া হৃদয়ে কত অসীম বল লাভ হইল। তাঁহারা শক্তিমন্ত্র জপ করিয়া যেন মহাশক্তি লাভ করিয়াছেন।

সন্ন্যাসিনীর ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি বলিলেন—"আর বাধা নাই, মায়ের অনুমতি পাইয়াছি। প্রতিভা, তোমাকে যে কর্ম্মের সহায়তার জন্য বলিয়াছিলাম আজ তোমাকে সেই কর্ম্মের কথা বলিব। মা প্রতিভা, অম্বররাজ জয়সিংহ তোমার পিতৃ শত্রু মনে করিয়া তুমি তাঁহাকে ঘৃণা করিও না। জয়সিংহ রাজপুত বীর, উদার চরিত্র। তিনি যদি ভ্রান্তিবশে একটা দোষের কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি তাঁহার সহস্র গুণ একটা দোষকে মার্জ্জনা করিতে পারে না? মা, সেই রাজপুত বীরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য আরঙ্গজীব যুদ্ধ করিতেছে; যদি এই যুদ্ধে জয়সিংহ হত হন তাহা হইলে অম্বরের জয়গৌরবরবি চির অস্তমিত হইবে। প্রতিভা, এখন তোমার কর্ত্তব্য কি? অম্বরের সুপবিত্র রাজসিংহাসন যখন যবন সম্রাট্ আরঙ্গজীব অধিকার করিবে তখন অম্বর-রাজপুতবালা তুমি কি সে দৃশ্য দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিবে?"

প্রতিভা।—মা, তাহা কখনই হইবে না। প্রতিভার জীবন থাকিতে এ দৃশ্য দেখিতে পারিবে না। মা, আমার কর্ত্তব্য ও

অকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ভার আপনার উপর ; আপনি আমাকে যে কর্ত্তব্য পথে লইয়া যাইবেন আমি সেই পথে যাইব। এ ক্ষুদ্র কুমারী-জীবন দিয়া যদি অম্বরের কোন উপকার হয় তাহাতে প্রতিভা প্রস্তুত আছে।

সন্ন্যাসিনী।— প্রতিভা, এই তোমার উপযুক্ত কথা। এখন এই মহাকালীর সম্মুখে কুমারী শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিতা হও। এই মহাশক্তি বলে যেন আমরা পঞ্চদশ সন্ন্যাসিনী পঞ্চশত যবনকে পরাজয় করিতে পারি। দেবীর শক্তিতে সকলি সম্ভব। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এস ভক্তিপূর্ণ প্রাণে আশীর্ব্বাদী পুষ্প গ্রহণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করি।

সকলে ভক্তিভরে দেবীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—"জয় মহাকালীর জয়। জয় মা জন্মভূমির জয়।"

সেই জয়ধ্বনিতে বনভূমি প্রকম্পিত করিয়া সন্ন্যাসিনীগণ মহাকালীর মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অমর সিংহ।

অমর সিংহ।—এই যে প্রতিভা, এতদিন তোমার অন্বেষণের নিমিত্ত যে কত পরিশ্রান্ত হইয়াছি, কত দেশ দেশান্তর যে ভ্রমণ করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ আমার পরম সৌভাগ্য তাই এ বনপথে আসিয়াছি। প্রতিভা, তোমার অভাবে রাজধানী শূন্য। পিতা, মাতা, কমলা সকলেই ব্যাকুল প্রাণে তোমার

আশা পথ চাহিয়া আছেন। আর, তুমি নিশ্চিন্ত মনে বনবাসিনী হইয়াছ ?

প্রতিভা।—অমর, আমি ত অন্যায় কর্ম্ম করি নাই। আমি নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি। সেজন্য আমাকে অনুযোগ করিও না। আমি ত দিদিকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলাম যে তোমরা আমার অন্বেষণেব নিমিত্ত ব্যস্ত হইও না। তবে কেন তোমরা আমার অন্বেষণেব নিমিত্ত এত কষ্ট সহ্য করিলে ? যাহা হউক অমর, আমার স্নেহময়ী দিদিকে বলিও প্রতিভা যে প্রতিজ্ঞা করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিল, ভগবান তাহার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন। আমার পিতাকে জীবিতাবস্থায় উদ্ধার করিতে পারিয়াছি। আমি এত শীঘ্র যে কৃতকার্য্য হইব তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কেবলমাত্র দেবী সন্ন্যাসিনীর দয়ায় আমার এত শীঘ্র প্রতিজ্ঞা সফল হইয়াছে। এখন আমি তাঁর চরণের দাসী হইয়াছি। অমর, পিতা মাতা ও দিদির নিকটে আমি যে অপরাধ করিয়াছি, তাঁহাদের বলিও যেন সরল অন্তরে তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করেন।

অমর।—প্রতিভা, তুমি তোমার পিতাকে উদ্ধার করিয়া তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। সেজন্য ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু প্রতিভা, তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে তুমি আর গৃহে প্রত্যাগমন করিবে না। তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে। তবে কেন তুমি আর গৃহে যাইবে না ? প্রতিভা, আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি যে, যদি তোমাকে খুঁজিয়া পাই তবেই গৃহে ফিরিব। আমার এ প্রতিজ্ঞা কি তুমি পূর্ণ করিবে না ?

প্রতিভা।—অমর, তুমি দুঃখিত হইও না। তোমাদের উপকার আমি এ জীবনে ভুলিব না। আমি মনে করিয়াছিলাম আমার পিতাকে লইয়া শেষ জীবন তোমাদের আশ্রয়ে কাটাইব। কিন্তু এখন দেখিতেছি বিধাতার অন্যরূপ ইচ্ছা। আমার উপর আর একটী কর্ম্মের ভার পড়িয়াছে। এ কর্ম্ম যতদিন না শেষ হইবে ততদিন আমি আর কোথাও যাইতে পারিব না।

অমর।—প্রতিভা, তোমার এ গুরুতর কর্ম্মের বিষয় কি আমি শুনিতে পারি না ?

প্রতিভা।—অবশ্যই শুনিবে, বরং এ কর্ম্মের জন্য আমি তোমার নিকট সাহায্যের প্রত্যাশা করি। অমর, অম্বররাজ জয়সিংহের বীর নামের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য, খলমতি আরঙ্গজীব তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতেছে। এখন আমার কর্ত্তব্য যে এই যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া ,আরঙ্গজীবের আশা বিফল করি। অমর, এখন তোমার কর্ত্তব্য কি ? তুমি কি এ যুদ্ধে সহায়তা করিবে না ?

অমর।—কে জয়সিংহ ? যে তোমার পিতৃ অরি সেই জয়সিংহ কি ?

প্রতিভা।—হাঁ অমর, আমার সেই পিতৃ অরি জয়সিংহের সহিত আরঙ্গজীব যুদ্ধ করিতেছে।

অমর।—এ কি প্রতিভা, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, তাই তোমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি না ? তোমার পিতৃ অরি জয়সিংহের স্বপক্ষে তুমি যুদ্ধে যাইবে ? ইহা যে বড় আশ্চর্য্য কথা !

প্রতিভা।—কেন অমর তুমি আশ্চর্য্য মনে করিতেছ ? জয়সিংহ আমার পিতৃ অরি কিন্তু অম্বর ও অম্বরের রাজ-সিংহাসন ত আমার পিতৃ অরি নহে। অম্বর আমার জন্মভূমি—

জন্মভূমি রক্ষার জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।" রাজপুতের নিকট জন্মভূমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। সেই জন্মভূমি রক্ষার জন্য আমি যুদ্ধে যাইব তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অমর, এ যুদ্ধে যদি জয়সিংহ পরাভূত হন তাহা হইলে অম্বরের গৌরবরবি চির অস্তমিত হইবে। আমি অম্বর রাজপুতবালা, আমি অম্বরের মঙ্গল চাই; আমি প্রতিহিংসা চাই না।

অমর।—প্রতিভা, সত্যই তোমার হৃদয় চিরদিনই প্রতিভাময়! তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি, সহিষ্ণুতা, সরলতা আমাকে চিরমুগ্ধ করিয়াছে। জানি তোমার হৃদয় বড় উচ্চ কিন্তু এত উচ্চ তাহা জানিতাম না! যে জয়সিংহ হইতে তোমার পিতা নির্ব্বাসিত, মাতা আত্মঘাতিনী, তুমি নিজে চির দুঃখিনী হইয়াছ, সেই পরম শত্রুকে অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া, বীররমণীর ন্যায় জয়সিংহকে যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ! ধন্য প্রতিভা, তোমার উচ্চ হৃদয়কে শত ধন্যবাদ দিই। তুমি দেবী, তোমার অলৌকিক দেবী চরিত্রের মহিমা আমি কেমন করিয়া বুঝিব? বল প্রতিভা, আমার দ্বারায় তোমার কি সাহায্য হইতে পারে? আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। প্রতিভা, তুমি রমনী। যুদ্ধ করা রমণীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে। যুদ্ধ আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তোমরা তাহাতে আমাদের উৎসাহ প্রদান করিবে। প্রতিভা, এ যুদ্ধে আমি যাইব। যেন তোমার অপার স্নেহশক্তিতে বীরনামের গৌরব রক্ষা করিতে পারি।

প্রতিভা।—অমর, রাজপুতরমণীর আবার যুদ্ধে লজ্জা কি? তুমি কি শুন নাই জন্মভূমি ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য কত রাজপুতরমণী

অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন? তাহাতে রাজপুতের কত গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। আমি সেই রাজপুতবালা, জন্মভূমি রক্ষার জন্য যুদ্ধে যাইব, তাহাতে ত কোন লজ্জার কারণ দেখিতে পাই না। অমর, তবে আমায় বিদায় দাও। বোধ হয় এতক্ষণ দেবী যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। আর আমি বিলম্ব করিতে পারি না। যদি এ যুদ্ধে আমাদের জয় হয় তবে আবার দেখা হইবে নচেৎ এই শেষ দেখা।

অমর।—যাও প্রতিভা, আমিও যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইতে চলিলাম।

অমর আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। দ্রুতগামী অশ্ব বেগে ছুটিল।

প্রতিভা একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সন্ন্যাসিনীর আশ্রম অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

জয়সিংহ।

জয়সিংহ।—অজিত সিংহ, যুদ্ধের সংবাদ কি?

অজিত।—মহারাজ, রাজপুতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এ বয়সে অনেক যুদ্ধ দেখিয়াছি কিন্তু এরূপ যুদ্ধ আর কখন দেখি নাই। এবারে অম্বরের জয় নিশ্চয় হইবে। যখন স্বয়ং ভগবতী ভৈরবী মূর্ত্তিতে মহারাজ জয়সিংহের স্বপক্ষে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন আর আমাদের ভয় কি? মহারাজ, সে অপূর্ব্ব

যুদ্ধের কথা শ্রবণ করুন। যে সময় যবনসৈন্য আসিয়া রাজপুতকে আক্রমণ করিল, সে সময় সহসা কোথা হইতে আলুলায়িত কেশা পঞ্চদশ সন্ন্যাসিনী, ত্রিশূল হস্তে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের গৈরিক অঞ্চল যেন জয় পতাকার ন্যায় উড়িতেছে। সেই অপূর্ব্ব রূপরাশিতে যেন বিদ্যুৎ চমকিতেছে। সেই তেজস্বিনীগণ উচ্চৈস্বরে বলিলেন—"জয় মহাকালীর জয়, জয় অম্বরের জয়।" সেই জয়ধ্বনিতে রণক্ষেত্র কম্পিত হইল। মহাশক্তিশালিনী সন্ন্যাসিনীগণের অপূর্ব্ব যুদ্ধ কৌশল দেখিয়া যবনসৈন্যগণ ভীত হইয়া অস্ত্রচালনে অক্ষম হইল। মহারাজ, সে অলৌকিক যুদ্ধের কথা আর কি বলিব? একটী পঞ্চদশবর্ষীয়া কুমারী সন্ন্যাসিনী কি অসাধারণ মহাশক্তি লাভ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। জীবহত্যা করা বুঝি তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাই কুমারী অতি সাবধানে যুদ্ধ করিতেছেন। সেই অসাধারণ যুদ্ধকৌশলে একটী প্রাণী হত হয় নাই। সমস্ত সৈন্য আহত হইয়াছে। আবার সেই দয়াবতী যুদ্ধশেষে উভয় পক্ষের আহতগণের সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছেন। নিষ্ঠুরতাচরণে নিষেধ করেন। সন্ন্যাসিনীগণের অপূর্ব্ব যুদ্ধের বিষয় শুনিয়া সম্রাট আরঙ্গজীব আশা বিফল হইল ভাবিয়া হতাশ অন্তরে চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। মহারাজ, দেবীর কৃপায় এবার নিশ্চয় আমাদের জয় হইবে।

জয়সিংহ।—অজিত, আজ তোমার মুখে বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিতেছি। এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা আমি আর কখন শুনি নাই। যে সন্ন্যাসিনীগণ যুদ্ধে আমার সহায়তা করিতেছেন তাঁহাদের কি কোন পরিচয় পাইয়াছ? যদি পরিচয় না পাইয়া থাক

তাহা হইলে পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিও। আমি কল্য স্বয়ং যুদ্ধে গিয়া সেই সন্ন্যাসিনীগণকে দর্শন করিব।

অজিত।—মহারাজ, আমি সন্ন্যাসিনীগণের যুদ্ধকৌশল দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমি বৃদ্ধ, যুদ্ধে সহায়তা করিবার শক্তি আমার নাই। সেইজন্য আমি রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনীগণের পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অপর সন্ন্যাসিনীগণ মহাকালীর আশ্রমবাসিনী। তাঁহাদের আর কোন পরিচয় পাইলাম না। কেবলমাত্র কুমারীর পরিচয় পাইলাম। তিনি মহারাজ বিজয় সিংহের একমাত্র কন্যা, কুমারী প্রতিভা।

জয়সিংহ।—বিজয় সিংহের পত্নী ও কন্যা অনেক দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অজিত, যুদ্ধে বোধ হয় তোমার মস্তক বিকৃত হইয়াছে। তাই তুমি মৃত মনুষ্যকে জীবিত দেখিয়া আসিয়াছ!

অজিত।—মহারাজ, আমি যে কুমারীকে দেখিয়াছি, তিনি সত্যই বিজয় সিংহের কন্যা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি বিশেষরূপে কুমারীর সমস্ত পরিচয় জানিয়া আসিয়াছি। বিজয় সিংহ বন্দী হইবার কিছুদিন পরে রাণী অজয় সিহের হস্তে কন্যার প্রতিপালনের ভার দিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছেন। সেই অবধি প্রতিভা অজয় সিংহের গৃহে প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। প্রতিভা অজয় সিংহ ও রাণীকে পিতা মাতা মনে করিতেন। ক্রমে কোন প্রকারে পিতৃ মাতৃ পরিচয় জানিতে পারিয়া বালিকা পিতার জন্য ব্যাকুল হইয়া পিতৃমাতৃ অন্বেষণের জন্য সন্ন্যাসিনীগণের আশ্রিতা হইয়াছিলেন। এখন সেই পরোপকারিণী সন্ন্যাসিনীগণ আমাদের যুদ্ধে সাহায্য করিতেছেন।

জয়সিংহ।—অজিত, যদি কুমারী সত্যই বিজয় সিংহের কন্যা হয়, তাহা হইলে আমি বিজয় সিংহের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে মুক্ত করিলাম। বালিকার পিতৃভক্তি ও জন্মভূমির প্রতি অনুরাগে আমার সমস্ত ক্রোধ দম্ভ ভাঙ্গিয়া গেল। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে বিজয় সিংহের গর্ব্বিত বাক্য যতদিন আমার স্মৃতিপথে থাকিবে ততদিন তাহাকে বন্দীভাবে জীবন কাটাইতে হইবে; কিন্তু আজ বালিকার সহিষ্ণুতাময় উচ্চ হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখিয়া আমি সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম। অজিত, আমি যে বালিকার পিতৃ অরি তাহা বোধ হয় বালিকা জানিতে পারে নাই? তাহা জানিলে সে কখনই আমার স্বপক্ষে যুদ্ধে আসিত না।

অজিত।—হাঁ মহারাজ, বালিকা আপনাকে পিতৃ অরি জানিয়া আপনার স্বপক্ষে যুদ্ধে আসিয়াছে। অনেকে তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিল কিন্তু বালিকা ক্ষুদ্র অঙ্গুলি সঞ্চালনে স্বগর্ব্বে বলিলেন,—আমি জন্মভূমির মঙ্গল চাই, প্রতিহিংসা চাই না। মহারাজ সেই বালিকামূর্ত্তি কি মহিমামণ্ডিত। সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া এ বৃদ্ধের নয়ন হইতে ভক্তিতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইয়াছে। আমি অনেক বালিকাকে দেখিয়াছি কিন্তু এমন প্রতিভাময়ী বালিকা আর কখন দেখি নাই। প্রতিভা যথার্থই প্রতিভাময়ী।

জয়সিংহ।—মা প্রতিভা, তুমিই ধন্য। তোমার এ উচ্চ হৃদয়কে শত ধন্যবাদ দিই। মা, আমাকে তোমার পিতৃ অরি জানিয়াও আমার স্বপক্ষে যুদ্ধে আসিয়াছ, ইহাতে তোমার প্রতিভাময় চরিত্রের আর একটী নূতন পরিচয় দিয়াছ। তোমার জন্মভূমিকে নিরাপদ করিবার জন্য ক্ষুদ্র কোমল হস্তে তীক্ষ্ণ তরবারি ধারণ

করিতে কুণ্ঠিতা হও নাই ? মা, অম্বরের এ রাজসিংহাসন তোমারই উপযুক্ত। যেদিন তোমাকে অম্বরের রাণী করিয়া এ রাজসিংহাসনে বসাইব সেইদিন আমার চিত্ত শান্ত হইবে। বিজয়, তুমি বড় ভাগ্যবান তাই এমন পিতৃ-বৎসলা কন্যা লাভ করিয়াছ কিন্তু আমার নিষ্ঠুর ব্যবহারে তুমি এ সুখ সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছ। আর তোমাকে বেশী দিন এ কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। আজই তোমাকে কারামুক্ত করিব। অজিত, তুমি আমার ভ্রাতা বিজয়কে কারামুক্ত করিয়া আমার নিকটে লইয়া আসিও। আমি তাহার নিকটে ক্ষমা চাহিব।

অজিত।—মহারাজ, আগে বলুন সেই নির্দ্দোষ পবিত্র বালিকাকে ক্ষমা করিবেন।

জয়সিংহ।—অজিত, কাহাকে ক্ষমা করিতে বলিতেছ ? আমার প্রতিভাকে ? সে ত আমার নিকট অপরাধিনী নয় ; বরং আমিই তাহার নিকটে অপরাধী। আমি সামান্য দোষে তাহার পিতাকে চতুর্দ্দশ বৎসর কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। সেজন্য আমি তার নিকটে ক্ষমা চাহিব !

অজিত।—মহারাজ, তবে বলি, বালিকার অপরাধ লইবেন না। সেই পিতৃবৎসলা কন্যা স্বহস্তে পিতাকে কারামুক্ত করিয়াছেন।

জয়সিংহ।—অজিত, আজ তোমার মুখে যে কথা শুনিতেছি, সবই আমার আশ্চর্য্য মনে হইতেছে। বিজয়কে যে গভীর সুড়ঙ্গ মধ্যে রাখা হইয়াছিল তাহা তুমি ও আমি ভিন্ন আর কেহ জানিত না। প্রতিভা কিরূপে সে সুড়ঙ্গ জানিতে পারিল ? ইহা যে বড় আশ্চর্য্য। তবে কি প্রতিভা সত্যই দেবী ? তার সমস্ত কার্য্য দেবীর মত। সেই দেবীকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল

হইয়াছে। অজিত, বিজয় ও প্রতিভা এখন কোথায় আছে? তুমি যত শীঘ্র পার একবার তাঁহাদের দেখাও। আমি আর বিলম্ব সহিতে পারিতেছিনা।

অজিত।—মহারাজ প্রতিভা দেবী নয়, মানবী। তিনি দৈব-শক্তি লাভ করিয়া দেবীর ন্যায় কার্য্য করিতেছেন। সন্ন্যাসিনী প্রতিভাকে সকল কর্ম্মে সহায়তা করিতেছেন। তাই বালিকা অল্প চেষ্টায় পিতার উদ্ধারকরিয়াছেন। মহারাজ, আপনি অধীর হইবেন না। আমি কাল আপনাকে নিশ্চয় সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে লইয়া গিয়া তাঁহাদের দেখাইব।

জয়সিংহ।—অজিত, আমার শরীর ও মন এত দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হইতেছে কেন? আমার যেন মনে হইতেছে রাজ্যে একটা বিঘ্ন ঘটিবে, তাই মন এত ব্যাকুল হইয়াছে।

অজিত।—একি মহারাজ জয়সিংহের উপযুক্ত কথা? এতদিন যে মহাবলে বীরের অগ্রণী হইয়াছেন, আজ কেন সেই বীর হৃদয় এত দুর্ব্বল হইল? এ যুদ্ধে আমাদের জয় হইবে। তবে কেন আপনি এত অধীর হইয়াছেন? বোধ হয় আপনার শারীরিক কোন অসুস্থতা বোধ হইতেছে, সেই জন্য আপনার মনে রাজ্যের আশঙ্কা উদিত হইয়াছে। যাহা হউক মহারাজ আপনি এক্ষণে বিশ্রাম করুন, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারিবেন।

জয়সিংহ।—হাঁ, সত্যই আমার একটু বিশ্রামের আবশ্যক হইয়াছে। আমি তবে এক্ষণে অন্তঃপুরে চলিলাম।

উভয়ে মন্ত্রণা গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ষড়যন্ত্র।

দিল্লীর সম্রাট আরঙ্গজীব একটী সুসজ্জিত কক্ষে বিষণ্ণবদনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সম্মুখে অম্বররাজ জয়সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র কীরত সিংহ দণ্ডায়মান। উভয়ে নিস্তব্ধ। বহুক্ষণ পরে আরঙ্গজীব একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন— "কুমার আসিয়াছ? তোমার সহিত আমার একটী গোপনীয় পরামর্শ আছে। সেইজন্য তোমাকে এ নির্জ্জন কক্ষে ডাকিয়াছি। আশা করি আমার এ মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে।"

কীরত সিংহ।—জাঁহাপনা, আপনি অনুমতি করুন। আমার সাধ্যমতে কখনই আপনার আজ্ঞা উপেক্ষা করিব না।

আরঙ্গজীব।—রাজপুত্র, তোমার এত সদ্‌গুণ, তাই আমি তোমাকে এত ভালবাসি এবং গোপনীয় পরামর্শের সময় তোমাকে আমি আহ্বান করি। এখন আমার চিন্তার কারণ এই—তোমার পিতার সহিত আমার যুদ্ধ হইতেছে, তাহা তুমি সমস্ত অবগত আছ। জয়সিংহ একা নহে, তাহার পক্ষে সন্ন্যাসিনীগণ অলৌকিক যুদ্ধ করিয়া আমার সমস্ত সৈন্যকে পরাভব করিয়াছে। সেইজন্য এ যুদ্ধে আর আমাদের জয়ের প্রত্যাশা নাই। মনে করিয়াছিলাম এই যুদ্ধে জয়সিংহের সমস্ত অহঙ্কার দম্ভ চূর্ণ করিব কিন্তু এখন সে আশা বৃথা। তা বলিয়া আরঙ্গজীব নিশ্চিন্ত থাকিবে না। সেই গর্ব্বিত জয়সিংহকে ছলে বলে কৌশলে যেরূপে হউক বধ করিব। এক্ষণে রাজপুত্র তোমার নিকটে আমার এই ভিক্ষা, তুমি যদি দয়া

করিয়া জয়সিংহকে বধ করিতে পার, তাহা হইলে আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হয়। আমি অনেক ভাবিয়া দেখিলাম যে সেই গর্ব্বিত বীরকে বধ করিবার এক সহজ উপায় আছে। তুমি যদি তাহাকে বিষ প্রয়োগে বধ করিতে পার, তাহা হইলে আমার উপকার হইবে এবং তোমারও লাভ হইবে। জয়সিংহের মৃত্যুর পর যুবরাজ রামসিংহ অম্বর রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি তুমি যদি কোন প্রকারে জয়সিংহকে বধ করিতে পার তাহা হইলে সেই অম্বররাজ্যে আমি তোমাকে অভিষিক্ত করিব।

কীরত সিংহ।—সম্রাট, এই সামান্য কর্ম্মের জন্য আপনি এত চিন্তিত হইয়াছেন? এই সামান্য কর্ম্ম কীরত সিংহ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সমাধা করিতে পারে। আমি রাজ্যলোভে সকলি করিতে পারি। পিতৃহত্যা অপেক্ষা যদি আরও কোন গুরুতর কর্ম্ম থাকে তাহাও আমি করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনি শপথ করিয়া বলুন অম্বরের রাজসিংহাসন আমাকে দিবেন। তাহা হইলে আমিও শপথ করিয়া বলিতেছি অবিলম্বে পিতৃহত্যা করিব।

আরঙ্গজীব।—কীরত সিংহ, অম্বরের রাজসিংহাসন তুমি ব্যতীত আর কেহ অধিকার করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয় জানিও।

কীরত সিংহ।—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কল্যই শুনিবেন যে আপনার শত্রু বধ হইয়াছে।

কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা! নরপিশাচ কীরত সিংহের পাপ জিহ্বা এখনও রহিয়াছে? রাজপুতের কলঙ্ক, তোমা হইতে এ গরিমা নিষ্প্রভ হইবে। নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিয়া চির অধীনতা স্বীকার করিবে?

আরঙ্গজীব আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"কুমার, আমি জানি তুমি ভিন্ন এ কর্ম্ম আর কেহ করিতে পারিবে না। যাহা হউক এক্ষণে তোমাকে কিঞ্চিৎ সুরাপান করিতে হইবে।"

কীরত সিংহ।—জাঁহাপনা, সুরা আমার বড় প্রিয় জিনিষ, উহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। আপনি সুরা আনিতে আজ্ঞা করুন।

পাষণ্ড আরঙ্গজীব জানিতেন সুরায় মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে কীরত সিংহ সহজেই পিতৃহত্যা করিতে সক্ষম হইবে। সেইজন্য তিনি ভৃত্যকে সুরা আনিতে বলিলেন। ভৃত্য তৎক্ষণাৎ সুরা লইয়া আসিল। সম্রাট স্বহস্তে সেই সুরা কীরত সিংহকে পান করিতে দিলেন। কীরত সিংহ প্রফুল্ল হইয়া সেই সুরা পান করিয়া পিতৃহত্যার জন্য প্রস্থান করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আশা নিষ্ফল।

সন্ন্যাসিনী।—প্রতিভা, আর কেন মা এ যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইতেছ? যাঁর জন্য আমরা এত পরিশ্রম করিলাম, সেই অম্বরের গৌরব চির অস্তমিত হইয়াছে। অম্বরের জয়-গৌরব জন্মের মত নিষ্প্রভ হইল। রাজপুত বীর জয়সিংহের জীবন প্রদীপ এরূপ ভাবে নির্ব্বাণ হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

প্রতিভা।—মা, তবে কি আমার বীরচূড়ামণি জ্যেষ্ঠতাত

সমরশয্যায় মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন? কিন্তু কই একবারও ত তাঁহাকে যুদ্ধ স্থলে দেখি নাই। কিম্বা যখন যুদ্ধ শেষে আহতগণকে শুশ্রূষার জন্য শিবিরে লইয়া যাই, সে সময় ত জ্যেষ্ঠতাতের মৃত দেহ দেখিতে পাই নাই।

সন্ন্যাসিনী।—মা প্রতিভা, সেই রাজপুত বীরকে সম্মুখ সমরে বধ করিতে কপটাচারী যবনের বলে কুলায় নাই। যদি সমরে তাঁর মৃত্যু হইত তাহলে আমাদের এত আক্ষেপ হইত না। কপট আরঙ্গজীব জয়সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র, রাজপুতের কলঙ্কস্বরূপ পাষণ্ড কীরত সিংহকে রাজ্য লোভে প্রলোভিত করিয়া তাহার দ্বারায় বিষ প্রয়োগে জয় সিংহকে বধ করিয়াছে। এ কথা মনে ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়। হায় মাতঃ বসুন্ধরে, এই পিতৃহন্তা মহাপাপীর ভার এখনও তুমি সহিতেছ!

প্রতিভা।—মা, সত্যই কি কীরত সিংহ বিষ প্রয়োগে পিতৃ-হত্যা করিয়াছে? ইহা যে সহজে বিশ্বাস হয় না। এরূপ পাষণ্ড নরাধম কি এ পৃথিবীতে জন্মিয়াছে? যে পিতা হইতে পৃথিবী দেখিল, যে স্নেহময় পিতার বক্ষে প্রতিদিন লালিত পালিত হইল, সেই পিতাকে হত্যা করিতে কি তার হস্ত কম্পিত হইল না? হায়! ছার রাজ্যের জন্য কেমন করিয়া সে এ মহাপাপ করিল? সকলের শ্রেষ্ঠ পিতৃমাতৃ চরণ, সে চরণ সেবায় যে পুত্র কন্যা বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের মত হতভাগ্য আর কেহই নাই। হায় কীরত সিংহ, তুমি স্বেচ্ছায় সে সুখে কেমন করিয়া বঞ্চিত হইলে?

"পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গঃ, পিতাহি পরমন্তপ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥"

নিষ্ঠুর কীরত সিংহ, তুমি রাজপুত কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া এ পুণ্যময় বাক্য কেন বিস্মৃত হইলে? যদি আমার ধর্ম্মে মতি থাকে, আর যদি ঈশ্বর ও পিতামাতার চরণে আমার ভক্তি থাকে, এবং যথার্থ আমি যদি কুমারী ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি বলিতেছি, যে রাজ্য লোভে তুমি পিতৃহত্যা করিরাছ, সে রাজ্য ভোগ কখনই তোমার ভাগ্যে ঘটিবে না, ইহা নিশ্চয় জানিও।

সন্ন্যাসিনী।—প্রতিভা, স্থির হও। যিনি নিয়ত কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া মানবকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, তিনিই এই পাপপুণ্যের প্রতিবিধান করিবেন। তুমি আমি কে? আমরা যে জয়সিংহের রক্ষার জন্য এত যুদ্ধ করিলাম, কিন্তু কৈ জয় সিংহকে ত রক্ষা করিতে পারিলাম না! মা, বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। তাঁহার ইচ্ছায় কর্ম্ম হইবে। সেই ইচ্ছার গতিরোধ করিবার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের কর্ত্তব্য, তাঁহার উপর সমস্ত কর্ম্মের ফল অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা।

প্রতিভা।—মা, ঈশ্বর ন্যায়বিচারক, তিনি ন্যায়বিচার করিবেন। তবে মা তাঁর রাজ্যে এ অবিচার কেন? রাজপুতের পবিত্র রাজসিংহাসন যবন অধিকার করিবে কেন? মা, রাজপুত কি এতই হীনবল হইয়াছে?

সন্ন্যাসিনী।—প্রতিভা, অম্বরের রাজসিংহাসন এখন যবনেরা অধিকার করিতে পারিবে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ ঘন অন্ধকারময়। এখন জয়সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামসিংহ তিনিই অম্বর রাজ্য রক্ষা করিবেন। কিন্তু মা, জয়সিংহের মৃত্যুতে চিরদিনের মত অম্বরের গৌরব-গরিমা নিষ্প্রভ হইল। অম্বরের ভাগ্য-গগন চির অন্ধকারে ঢাকিয়াছে। যেই রাজা হউক না কেন, এ অন্ধকার আর

কখনও অন্তর্হিত হইবে না। এ পবিত্র বংশে পাপ স্পর্শ করিয়াছে। দুর্ম্মতি কীরত সিংহ আপন পদে আপনি কুঠারাঘাত করিল।

প্রতিভা।—দেবী, তবে কি আমাদের মা জন্মভূমি চিরদিনের মত পরপদানতা হইবেন?

সন্ন্যাসিনী।—প্রতিভা, জননী কুপুত্র গর্ভে ধারণ করিলে সে জননীর এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে। যে বংশে কুমারী প্রতিভা জন্মিয়াছে, সেই বংশে কীরত সিংহ জন্মিয়াছে। কিন্তু দুই জনে কত প্রভেদ! তুমি জন্মভূমি জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছ। আর কীরত সিংহ রাজ্যলোভে পিতৃহত্যা করিয়া যবনের নিকট চির অধীনতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল না। মা, যে দিন জন্মভূমি ভারতমাতা কুমারী প্রতিভার মত পুত্র কন্যা গর্ভে ধারণ করিবেন, সেইদিন হইতে ভারতাকাশে শুভসূর্য্য উদিত হইবে।

প্রতিভা।—তবে আর এ যুদ্ধে কোন ফল হইবে না?

সন্ন্যাসিনী।—আর যুদ্ধের আবশ্যক কি? রাজ্য এবং রাজসিংহাসনের জন্য আরঙ্গজীব যুদ্ধ করে নাই। জয়সিংহের মৃত্যুই তাহার বাঞ্ছনীয়। সেই জয়সিংহের যখন মৃত্যু হইয়াছে, তখন আরঙ্গজীব নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এখন কিছুদিনের মত সমরানল নির্ব্বাপিত হইল। প্রতিভা, এখন তোমাকে আর একটি কর্ম্মের ভার দিতেছি। নিঠুর কীরত সিংহের পতিব্রতা পত্নী রমা; পতির নিষ্ঠুরতায় মর্ম্মাহতা হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। রমা স্নেহময়ী, করুণার আধার, রমণীর আদর্শ, সেই সরলা বালিকার রক্ষার ভার তোমাকে দিলাম। তুমি

সর্ব্বদা পশ্চাতে থাকিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিবে। দেখিও বালিকা যেন আত্মঘাতিনী না হয়।

প্রতিভা।—মা, আমি ত আপনার আদেশ কখনও লঙ্ঘন করি নাই। আমি আপনার আদেশে রমার জীবন রক্ষার জন্য চলিলাম। কিন্তু মা, আমার সাধ্য কি যে রমার জীবন রক্ষা করিব? যিনি সকলের জীবন রক্ষা করিতেছেন তিনিই সেই পতিব্রতা বালিকার জীবন রক্ষা করিবেন।

সন্ন্যাসিনী।—জানি প্রতিভা, সেই দয়াময় সকলকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি কর্ত্তা হইয়া আমাদের দ্বারাই কর্ম্ম করাইতে-ছেন। আমরা তাঁহার ইচ্ছায় কর্ম্ম করিতেছি। তিনি যাহা করাইবেন, আমরা তাহাই করিব। ইহা আমার আদেশ নহে। এ কর্ম্ম ভগবানের আদেশ মনে করিয়া করিবে।

প্রতিভা।—মা, তবে আমি যাই। আমি যতদিন না ফিরিব ততদিন আমার পিতাকে দেখিবেন। আপনার চরণ ধূলি আমার মস্তকে দিন।

সন্ন্যাসিনী।—প্রতিভা, আর বিলম্ব করিও না। অভাগিনী রমার জন্য আমি সর্ব্বদাই চিন্তিত আছি। বীরত সিংহ সর্ব্বদাই সুরাপানে উন্মত্ত। এ নীরব নিশীথে অভাগিনী রমা একাকিনী না জানি কি সর্ব্বনাশ ঘটাইবে।

প্রতিভা।—না মা, আমি অধিক বিলম্ব করিব না। একবার পিতাকে দেখিয়া শীঘ্রই যাইব। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

উভয়ে বিজয় সিংহের কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নিয়তি।

অন্ধকারময়ী দ্বিপ্রহর রজনীতে ঘন অন্ধকারে প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সকলেই নিদ্রিত। তাই প্রকৃতি নিস্তব্ধ। কেবল কীরত সিংহের সুসজ্জিত শয়ন কক্ষে কোমল শয্যোপরে একটী বালিকামূর্ত্তি বিষণ্ণ বদনে উপবিষ্টা রহিয়াছে। বালিকা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, বুঝি ঈশ্বর নির্জ্জনে বসিয়া তুলি দিয়া এই ছবিটীকে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাই এত সৌন্দর্য্য-পরিপূর্ণ শোভাময়ী হইয়াছে। কিন্তু সেই সরল মুখখানিতে বিষাদ-কালিমা অঙ্কিত রহিয়াছে। বালিকা পুত্তলিকার ন্যায় নিষ্পন্দভাবে বসিয়া আছে। কেবল মৃদু মলয়-হিল্লোলে পৃষ্ঠে লম্বিত কৃষ্ণ কেশভার ধীরে ধীরে উড়িতেছে। আর সেই উজ্জ্বল নয়ন দুটীতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়াছে। এই বালিকা অভাগিনী রমা—কীরত সিংহের পত্নী।

কীরত সিংহের নিষ্ঠুর ব্যবহার পতিব্রতার হৃদয় কিছুতেই বিপর্য্যস্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু যে দিন জয়সিংহের মৃত্যু হইয়াছে, সেইদিন হইতে রমার ক্ষুদ্র হৃদয়খানিকে কে যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়াছে। রমা প্রতিদিন যে বলে সমস্ত যাতনা সহ্য করিয়াছিল, এখন যেন তার সে বল কে কাড়িয়া লইয়াছে, তাই এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। রমা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই চিন্তা সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে,—কেমন করিয়া পতিকে এ মহাপাপ হইতে মুক্ত করিবে। বালিকার ইহাই একমাত্র চিন্তা।

কিছুক্ষণ পরে রমা একটী উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"ভগবান, আর যে সহিতে পারি না। কবে এ যাতনার অবসান হইবে? সে দিনের অপেক্ষায় আমি যে আর থাকিতে পারি না। কি ভয়ঙ্কর মহাপাপ—পিতৃহত্যা—মনে হইলে অন্তর শিহরিয়া উঠে। ভগবান, আমার স্বামীকে এ দুর্ম্মতি কেন দিলে? রাজ্যের জন্য পিতৃহত্যা! এ ছার রাজ্যভোগে কোন সুখ নাই। স্বামীকে কত বুঝাইয়াছি, কত পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়াছি তথাপি তাঁর মতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমার কথা তাঁর, বিষ বলিয়া মনে হয়, আমার ছায়া স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করেন। যদি স্বামীকে এ মহাপাপ হইতে মুক্ত করিতে পারিলাম না, যদি পুণ্যের পবিত্র আলোক তাঁহাকে দেখাইতে পারিলাম না, তবে আমার বাঁচিয়া সুখ কি? আর যে যাতনাময় জীবন-ভার বহিতে পারি না। দিবানিশি আমি কি এই পাপের চিন্তায় উন্মাদিনী হইব! উন্মাদিনী হইবার অপেক্ষা মৃত্যুই মঙ্গল। স্বামীর অদৃষ্টে যাহাই থাকুক তাহা আর ভাবিতে পারি না। ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। মহারাজ, আপনার মৃত্যুতে যে মহাপাপ ঘটিয়াছে, এখন আমার মৃত্যুতে যেন সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। স্বামীকে আমার ক্ষমা করুন।"

রমা উপাধানের নিম্ন হইতে একখানি শানিত ছুরিকা বাহির করিল। প্রদীপালোকে সেই ছুরিকা বিদ্যুতের ন্যায় চমকিয়া উঠিল। কিন্তু রমার হৃদয় স্থির। এখন সে হৃদয়ে ভয়, মোহ, চিন্তা, কিছুই নাই। রমা যেন মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। রমা সেই ছুরিকা খানি হস্তে লইয়া বলিল—"ভগবান, আত্মঘাতিনী হইতেছি। এ পাপের জন্য

আমাকে ক্ষমা করিবেন। দয়াময়, আমি যে আর এ অসহ্য যাতনা সহিতে পারি না। তাই বুঝিয়াও এ পাপ করিতেছি।"

রমা, দেবতা ও স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বক্ষে আঘাত করিবার জন্য সজোরে ছুরিকা উত্তোলন করিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে কে যেন ছুরিকাখানি কাড়িয়া লইল। রমা চমকিয়া দেখিল সম্মুখে একটী কুমারী মূর্ত্তি। সেই কমনীয় বদনে স্নেহ মমতা সরলতা মাখা রহিয়াছে। ইনি সেই সর্ব্বহিতৈষিণী কুমারী প্রতিভা।

প্রতিভা সাদরে তিরস্কারচ্ছলে বলিলেন—"ছি বোন, একি পতিব্রতা সহিষ্ণুতাময়ী রমার কর্ত্তব্য? ভগিনি! তুমি যে বুদ্ধিমতী, তবে কেন আত্মঘাতিনী হইতেছিলে?"

রমা কেন যে আত্মঘাতিনী হইতেছিল, ইহার উত্তর সে কেমন করিয়া দিবে? রমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। নয়ন ফাটিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু মুখে কথা ফুটিতেছে না। বহুকষ্টে রমা বলিল,—"আমার হৃদয়ে স্বামীর মহাপাপের চিতা দিবানিশি জ্বলিতেছে। সেই চিতার আগুনের তেজ আমি আর সহিতে পারি না। তাই আত্মঘাতিনী হইতেছিলাম।"

প্রতিভা।—জানি তোমার হৃদয়ে নিদারুণ অগ্নি জ্বলিতেছে। কিন্তু এই অনন্ত নরকের মধ্যে তোমার স্বামীকে একা রাখিয়া তুমি একাকিনী কেন পলাইতেছিলে? রমা তুমি পতিব্রতা দেবী, তোমার পুণ্যের আলোক দেখাইয়া মহাপাপী স্বামীকে পুণ্যের পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা কর। বালিকা, হতাশ হইও না। এ অনিত্য সংসারে অনেক সুখদুঃখ সহিতে হয়। তা-বলিয়া আত্মঘাতিনী হইয়া পাপের স্রোত বৃদ্ধি করিও না।

রমা।—আমি একাকিনী আর কত সহিব? দিবানিশি যে যাতনা সহিতেছি তাহা যদি কাহাকেও দেখাইবার হইত, তাহা হইলে দেখাইতাম যে আমার হৃদয় মধ্যে কি আগুন জ্বলিতেছে। আমি স্বামীকে এত করিয়া বুঝাইলাম, পায়ে ধরিয়া কাঁদিলাম, কিন্তু কৈ তাঁর হৃদয় ত দ্রবীভূত হইল না? তবে আমি কেমন করিয়া তাঁকে পুণ্যের পথে লইয়া যাইব? তুমি যেই হও কিন্তু তুমি আমার নিকটে দেবী। তুমি যখন আমাকে মরিতে দিলে না—তখন কিরূপে যে আমার এ যাতনা নিবারণ হইবে, তাহার উপায় আমাকে বলিয়া দাও। আমি বড় অভাগিনী, আমার সমবেদনায় কাঁদিবার লোক এ জগতে আর কেহই নাই।

প্রতিভা রমাকে সস্নেহে কোলে লইয়া তার অশ্রুপরিপূর্ণ মলিন মুখখানি মুছাইয়া বলিলেন,—"রমা, তোমার সমবেদনায় আমার হৃদয় কাঁদিতেছে। তবে তোমাতে আমাতে এই প্রভেদ যে, তুমি স্বামীর চিন্তায় উন্মাদিনী, আর আমি ভ্রাতার দুর্ম্মতিতে বিষাদিনী। রমা, তুমি আমার স্নেহের ভ্রাতৃজায়া, আর কীরত সিংহ আমার দাদা। এই পাপের চিন্তায় আমার হৃদয় নিয়ত কাঁদিতেছে। তাই একত্রে মিলিয়া কাঁদিবার জন্য ছুটে এসেছি।

রমা।—দিদি, বুঝিয়াছি তুমি সেই পরোপকারিণী কুমারী প্রতিভা। স্বর্গীয় মহারাজ মৃত্যু সময়ে কেবল তোমার নাম করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমি আজ সেই আশার অতীত ফললাভ করিলাম। স্নেহময়ী ভগিনীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা যে আমাদের জন্য রহিয়াছে তাহা ক্ষণকালের জন্য মনে ভাবি নাই। দিদি, তোমার ঐ স্নেহের কোলে আমাকে চির-

দিনের মত লুকাইয়া রাখ। আর এ পাপ সংসারের মধ্যে ফেলিয়া দিও না। আমি জ্বালায় বিদগ্ধ হইয়াছি, তাই এ সংসার হইতে পলাইতে চাই। দিদি, এ জ্বালার শান্তি কিসে হইবে? আমার স্বামীর দুর্ম্মতি কিসে দূর হইবে?

প্রতিভা।—রমা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমার স্বামীর দুর্ম্মতি দূর করিবেন। আমি ক্ষুদ্র মানবী, আমার দ্বারায় কি হইবে? তবে অনুতাপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত। যে দিন তোমার স্বামীর অনুতাপ হইবে সেইদিন হইতে পাপের ভার লাঘব হইবে। তুমি মরিলে তোমার স্বামীর পাপের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িবে। বরং তুমি বাঁচিলে ক্রমে তোমার স্বামীর মন ফিরাইতে পারিবে। তাই বলি রমা, অনুরোধ রাখ, আত্মঘাতিনী হইও না।

সহসা কীরত সিংহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সেইদিন কীরত অধিক পরিমাণে সুরা পান করিয়াছিল, সেই জন্য তাহার জ্ঞান ছিল না। কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় রমা ও প্রতিভার কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সুরার তেজে ক্রোধ দ্বিগুন হইল। নিষ্ঠুর কীরত পতিব্রতা রমাকে দুশ্চরিত্রা মনে করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিল। রমার ছুরিকা-খানি প্রতিভা ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই ছুরিকা লইয়া কীরত রমাকে আঘাত করিতে গিয়া—সুরায় মস্তকের ও হস্তের স্থিরতা না থাকায় সেই ছুরিকা সজোরে প্রতিভার পৃষ্ঠে আঘাত করিল। সেই আঘাতে প্রতিভা ছিন্ন লতার ন্যায় ভূমিতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। রমা সেই ছুরিকাখানি লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"কি নিষ্ঠুরতা! পিতৃহত্যা করিয়া মহাপাপ করিয়াছ। হায়, আবার কুমারী ভগিনী হত্যা করিয়া

পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে? আমি একে পাপের আগুনে জ্বলিয়া মরিতেছি এবং সেই জ্বালা জুড়াইবার জন্ম আত্মঘাতিনী হইতেছিলাম। কুমারী দিদি, তুমি আমাকে কেন বাঁচাইলে? হায়! আমি রাক্ষসী তোমার মৃত্যুর কারণ হইলাম। আমি যে ছুরিকায় মরিব মনে করিয়াছিলাম, নিষ্ঠুর নিয়তিতে সেই ছুরিকা তোমার মৃত্যুর কারণ হইল। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আমি কেন মরিলাম না?"

রমা সযত্নে প্রতিভার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তাহার মনে আশা হইতেছে যে প্রতিভা এখনও বাঁচিবে।

ক্রমে কীরত সিংহের সুরার নেশা কমিয়া আসিলে সে রমার কাতরতাপূর্ণ রোদনধ্বনি শুনিতে পাইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার হত্যার কথা মনে পড়িল। যেস্থানে রমা প্রতিভার মূর্চ্ছিতদেহ কোলে লইয়া শুশ্রূষা করিতেছিল, কীরত সেস্থানে কম্পিত হৃদয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রতিভার ক্ষতস্থান দিয়া শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। আর সেই সরল সুন্দর মুখখানিতে পবিত্র সরলতা বিরাজ করিতেছে। সেই স্বর্গীয় পবিত্রতার ছায়া দেখিয়া কীরত সিংহের পাষণ্ড হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে ভীত কণ্ঠে বলিল—"রমা ইনি কে?" রমা কাঁদিয়া বলিল—"ইহাঁর পরিচয় আর কি দিব? ইনি তোমার খুল্লতাতের কন্যা কুমারী প্রতিভা, তোমার ভগিনী। আহা, এই নিরপরাধিনী কুমারী তোমার নিকটে কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে তাই এই অফুটন্ত কুসুমটী ছিন্ন করিলে? কুমারী সকলের উপকারিণী, তাহার অদ্ভুত দৃষ্টান্ত—এই অভাগিনীর জীবন রক্ষা করিতে গিয়া তিনি নিজের জীবন হারাইলেন। কি অপূর্ব্ব আত্মদান।"

কীরত।—রমা, আমি না বুঝিয়া অবিশ্বাসিনী মনে করিয়া তোমাকে হত্যা করিতে গিয়া এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছি। এখন উপায়? কুমারী ভগিনী, এ নরাধমকে ক্ষমা কর। আমি চলিলাম, ভাল চিকিৎসক লইয়া আসি। এখনও জীবনের আশা আছে।

রমা।—যাও চিকিৎসক লইয়া আইস। আরে বিলম্ব করিও না। যদি কোন প্রকারে বাঁচাইতে পারি,তাহা হইলে এ জ্বালায় শান্তি পাইব।

কীরত চিকিৎসক আনিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। রমা প্রতিভার ক্ষতস্থান সযত্নে বন্ধন করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কীরত চিকিৎসককে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

চিকিৎসক প্রতিভার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া বিষণ্ণ বদনে বলিলেন—"আঘাত গুরুতর লাগিয়াছে। জীবনের আশা খুব কম। তবে আমি এখন ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগাইয়া দিলাম আর চৈতন্য হইবার একটী ঔষধ দিলাম, শীঘ্রই জ্ঞান হইবে। এখন ভালরূপে চিকিৎসা হউক। তাহার পর অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। আর এই ঔষধটী রহিল, যে সময় জ্ঞান হইবে সেই সময় ইহা সেবন করাইবেন। তাহা হইলে আর মূর্চ্ছিতা হইবেন না। আমি তবে এখন চলিলাম। কিরূপ থাকেন সংবাদ দিবেন।"

চিকিৎসক বিদায় হইবার কিছুক্ষণ পরে প্রতিভার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। প্রতিভা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলিত করিয়া একবার চারিদিকে চাহিলেন।

প্রতিভার জ্ঞানের সঞ্চার হইতে দেখিয়া রমার আর আনন্দের

পরিসীমা নাই। সে শীতল জল লইয়া প্রতিভার শুষ্ক মুখে দিতে লাগিল।

প্রতিভা পিপাসায় বড় কাতর হইয়াছিলেন। রমার প্রদত্ত শীতল জলে তাঁহার পিপাসা নিবারণ হইয়া যেন অনেক সুস্থ বোধ করিলেন।

রমা চিকিৎসকের ঔষধটী লইয়া প্রতিভাকে বলিল—"দিদি এই ঔষধটী খাও।"

প্রতিভার সেই শুষ্ক মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি রমার ক্ষুদ্র কোমল হস্তখানি সস্নেহে আপন বক্ষের উপর রাখিয়া বলিলেন—"রমা, আর আমাকে ঔষধ খাওইয়া কি করিবে? আমি আর বাঁচিব না।"

রমার নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বালিকা যে বড় আশা করিয়াছিল, প্রতিভা বাঁচিবেন। তাহার স্বামীর নিষ্ঠুরতায় এ ফুটন্ত কুসুম অকালে ঝরিবে তাহা যে রমার প্রাণে সহিবে না, তাই রমা প্রাণপণ শক্তিতে প্রতিভাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু হায়! বিধাতার নিয়তি কে লঙ্ঘন করিবে।

স্নেহময়ী প্রতিভা রমার হৃদয়ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"কেন বোন তুমি কাঁদিতেছ? আমার মৃত্যুতে তোমার স্বামীর কোন অপরাধ হইবে না। আমার নিয়তি কেহই খণ্ডন করিতে পারিবে না। সে জন্য তুমি কাঁদিও না। আমার মৃত্যুতে কোন দুঃখ নাই, কেবল পিতার জন্য আমার একমাত্র দুঃখ। রমা, এখন আমাকে সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে লইয়া চল। আমার পিতাকে দেখিবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে।"

কীরত সিংহ তৎক্ষণাৎ শিবিকা আনিতে প্রস্থান করিল।

রমা কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধ আনিয়া প্রতিভাকে বলিল—"দিদি তুমি বড় দুর্ব্বল হইয়াছ, এই দুগ্ধটুকু না খাইলে তুমি যাইতে পারিবে না।"

প্রতিভার খাইবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু রমা দুঃখিতা হইবে সেইজন্য দুগ্ধ পান করিলেন।

অনতিবিলম্বে কীরত সিংহ শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল।

রমা প্রতিভার শোণিত-সিক্ত বস্ত্রখানি পরিত্যাগ করাইয়া অপর একখানি বস্ত্র পরাইয়া উভয়ে ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রতিভাকে শিবিকায় শয়ন করাইল। রমা সেই শিবিকায় উঠিল, আর কীরত সিংহ শিবিকার পশ্চাতে চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আশায় হতাশ।

কীরত সিংহ।—জাঁহাপনা! আমি আপনার শত্রুকে বধ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছি। এখন আমাকে অম্বর-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।

আরঙ্গজীব।—কীরত, তুমি আমার শত্রুকে বধ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছ। সেইজন্য আমি তোমাকে আমার কামা নামক জনপদ প্রদান করিলাম।

কীরত সিংহ বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিল—"সম্রাট! এই কি আপনার প্রতিজ্ঞা? আমি যে রাজ্যলোভে পিতৃবধ করিলাম, এখন সেই অম্বর রাজ্যের পরিবর্ত্তে একটী সামান্য জনপদ লইয়া আমি কি

করিব ?” কীরত ক্রোধে কম্পিত হইয়া বলিল—“যবন এত কপটাচারী তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। তাহা হইলে এ মহাপাপ কখনই করিতাম না।”

আরঙ্গজীব।—কীরত, তোমার মত পাষণ্ড নরাধমকে অম্বর রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পবিত্র সিংহাসন কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না। পিতৃ ও ভগিনী হন্তারক! তোমাকে যে এখনও আমি জীবিতাবস্থায় জনপদ প্রদান করিয়াছি ইহা তোমার অনেক সৌভাগ্য। অম্বর রাজ্যের পরিবর্ত্তে তোমার শিরশ্ছেদ করা আমার কর্ত্তব্য ছিল কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি।

কীরত।—সম্রাট! আমি আপনার আজ্ঞায় পিতৃবধ করিয়াছি। ইহাতে আমার অপরাধ কি ?

আরঙ্গজীব।—আমার আজ্ঞায় কি তুমি কুমারী হত্যা করিয়াছ ? কীরত, সেই নির্দ্দোষ পবিত্র বালিকাকে হত্যা করিতে কি তোমার হস্ত কম্পিত হইল না ? সেই প্রতিভাময়ী কুমারীর শত্রু এ জগতে কাহাকেও দেখিতে পাই না। কুমারী আমার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল বটে কিন্তু তাহার কার্য্যকলাপ আমাকে বিমোহিত করিয়াছে। কুমারীর কি অপূর্ব্ব প্রতিভা! শত্রুর মুখে তাহার যশোমহিমা প্রকাশিত হইতেছে। যদি কুমারীর জীবনের আশা থাকিত তাহা হইলে আমি অম্বর রাজ্যে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতাম কিন্তু নিষ্ঠুর, তোমার নিষ্ঠুরতায় কুমারী অকালে জীবলীলা সম্বরণ করিবেন।

কীরত সিংহ।—সম্রাট্! ঈশ্বর জানেন আমি ইচ্ছা করিয়া কুমারীকে হত্যা করি নাই।

আরঙ্গজীব।—পাষণ্ড! আর ও অপবিত্র মুখে পবিত্র ঈশ্বরের

নাম উচ্চারণ করিও না। এখনি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও, নচেৎ তোমার শিরশ্ছেদ করিব।

কীরত সিংহ আর কোন উত্তর না করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিমা-বিসর্জ্জন।

সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে পীড়িত প্রতিভাকে লইয়া সন্ন্যাসিনী, বিজয় সিংহ ও অমর সিংহ বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন। আর অবগুণ্ঠনবতী রমা এ কয় দিবস প্রাণপণ শক্তিতে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিভার শুশ্রূষা করিতেছে। কিন্তু ক্রমে প্রতিভার জীবনে সকলেই হতাশ হইতেছেন। অনেক চিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় কেহই প্রতিভার জীবন রক্ষা করিতে পারিলেন না। এ কয় দিবসের মধ্যে আজ প্রতিভার মুখখানি প্রফুল্ল হইয়াছে এবং কথা কহিবার শক্তি হইয়াছে।

প্রতিভা ধীরে ধীরে বলিলেন—"বাবা! আমি জানি আমার মৃত্যুতে আপনার বড় কষ্ট হইবে, কিন্তু বাবা আপনি দুঃখিত হইবেন না। কারণ কারাগৃহে থাকিয়া আপনি ত আমার আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন মনে করিবেন যে শিশুকালে আমার মৃত্যু হইয়াছে।

বিজয় সিংহ।—মা প্রতিভা, আমি যে কারাগৃহে ইহাপেক্ষা সুখে ছিলাম। সে সময় আমি তোমাদের আশায় জীবিত ছিলাম।

এখন যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমার এ জীবনে সে আশা অন্তর্হিত হইবে। মা, তুমি ভিন্ন আমার এ বৃদ্ধ জীবনে আর কি অবলম্বন আছে? ভগবান! আমাকে এ অমূল্য রত্ন দিয়া আবার কেন কাড়িয়া লইতেছ? আমি যে এখন হইতে সব শূন্যময় দেখিতেছি। ইহার পরে আমার কি দশা হইবে তাহা জানি না।

বিজয় সিংহের নয়ন হইতে অবিরল বারিধারা বহিতে লাগিল। তিনি সন্ন্যাসিনীকে বলিলেন—"দেবী আপনি দয়া করিয়া আমার হারান রত্ন কোলে দিয়াছিলেন, কিন্তু আবার আমি সেই রত্ন হারাইতে বসিয়াছি। দেবি, দয়া করিয়া আমার প্রতিভার জীবন রক্ষা করুন।

সন্ন্যাসিনী।—মহারাজ, আমিই আপনার প্রতিভার মৃত্যুর কারণ। আমি যদি রমার জীবন রক্ষার জন্য প্রতিভাকে না পাঠাইতাম তাহা হইলে প্রতিভা কখন অকালে জীবন হারাইত না। আমি নিরপরাধিনীর মৃত্যুর কারণ। এ মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত?

প্রতিভার প্রফুল্ল বদনে হাসি দেখা দিল। প্রতিভা স্বর্গীয় হাসি হাসিয়া বলিলেন—"মা, আপনার উপদেশ আজ আপনিই বিস্মৃত হইলেন? আপনি যে আমাকে বুঝাইয়াছিলেন—ঈশ্বর আমাদের যাহা করাইবেন আমরা তাহাই করিব—তাঁহার অনিচ্ছায় কোন কর্ম্ম হয় না। তবে এ নিয়তি মানুষে কিরূপে খণ্ডন করিবে? ইহা সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে শত কীরত সিংহ আমাকে কখনই মারিতে পারিত না। মা, সেই মঙ্গলময় আমাকে এ জ্বালা যন্ত্রণাময় কুটিলতা পরিপূর্ণ সংসারে প্রলোভিত

করিয়া যাতনা ভোগ করাইবেন না, তাই আমাকে শীঘ্র তাঁর পবিত্র চরণতলে আশ্রয় দিতেছেন। তবে কেন আপনারা দুঃখিত হইয়া মৃত্যু সময়ে আমাকে মায়ার বন্ধনে বাঁধিতেছেন? মা, আপনারা অজ্ঞানের মত কাঁদিয়া আমাকে কাঁদাইবেন না। আমাকে হাসি মুখে বিদায় দিন, আর আশীর্ব্বাদ করুন যেন সেই অনন্তদেবের চরণতলে অনন্তকাল ধ্যানে নিমগ্ন থাকি।

সন্ন্যাসিনী।—মা প্রতিভা, আমার পুণ্যের প্রতিমা, কেমন করিয়া এ বালিকা বয়সে সংসার প্রলোভন হইতে মুক্ত হইয়া সমস্ত ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম ও সাধনা করিয়াছ? আর আমরা সন্ন্যাসিনী সাজিয়া বনাশ্রমে থাকিয়া কই তোমার মত মহৎ কর্ম্মসাধন করিতে পারিলাম না। মা তোমার উচ্চ হৃদয়ের মহৎ কর্ম্ম দেখিয়া যেন সমস্ত নরনারী শিক্ষা পায়। ঈশ্বরে তন্ময়তা, পিতৃবাৎসল্য, পরোপকার, শত্রুকে ক্ষমা, জন্মভূমির উন্নতিতে যত্ন, পরের জীবন রক্ষায় আত্মদান, এরূ মহৎগুণ কখন মানবীতে থাকে না। মা প্রতিভাময়ী, তোমার এ প্রতিভালোকে যেন সকলে মুগ্ধ হয়।

অমর সিংহ এতক্ষণ নীরবে বসিয়া রোদন করিতেছিলেন। এক্ষণে নয়ন মুছিয়া বলিলেন—"অমর সিংহ থাকিতে এ সরলা বালিকার হত্যাকারী কখনই জীবিত থাকিবে না। পাপিষ্ঠ কীরত সিংহের পাপ-শোণিতে প্রতিভার শোক নিবারণ করিব। প্রতিভা, স্নেহময়ী ভগিনী আমার! এ অভাগা বুঝি জন্মের মত ভগিনীর নিঃস্বার্থ স্নেহ ভালবাসায় চিরবঞ্চিত হইবে। কমলা গিয়াছিল কিন্তু প্রতিভার নিঃস্বার্থ সরল স্নেহরাশি এ অভাগার জন্য ছিল। হায় এখন সে আশাও ফুরাইল। ভগিনীর স্নেহ ভালবাসা সকল

ভালবাসাকে অতিক্রম করিয়াছে। আমি বড় অভাগা, তাই এমন অমূল্য স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলাম।

প্রতিভা।—ছিঃ অমর, প্রতিহিংসা করিও না। প্রতিহিংসার মত পাপ আর নাই। যদি শত্রুকে ক্ষমা না করিলে তবে তোমার মহত্ব কি হইল? আর মরিলে ত সব ফুরাইল। মানুষ সকল যাতনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়। পাপের ভোগাভোগ তাহার আর কি হইল? সেইজন্য ভগবান পাপীর পরমায়ু অনেক অধিক দিয়াছেন। তাঁর ন্যায় সূক্ষ্ম সুবিচার আর কে করিবে? তবে কেন তোমরা নিজের উপর শাসন ভার লইতেছ? আজ যদি তুমি কীরতকে হত্যা কর তাহা হইলে আর তাহাকে পাপের যাতনা ভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু তোমার হস্ত চিরদিনের মত কলঙ্কিত হইবে। তাই বলি অমর, আমার অনুরোধ রাখ। কীরতকে হত্যা করিও না, বরং তাহাকে ক্ষমা করিও।

অমর।—জ্ঞানময়ী প্রতিভা, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক। তোমার ইচ্ছায় আমি কীরত সিংহের হত্যার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম।

প্রতিভা একবার রমার বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিলেন। তাঁহার সেই উজ্জ্বল নয়ন দুটীতে অশ্রু পরিপূর্ণ হইল। প্রতিভা রমাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

রমা প্রতিভার নিকটে আসিয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

প্রতিভা রমার নয়ন মুছাইয়া বলিলেন—"রমা! এ সংসারে আসিয়া অবধি তুমি একদিনের জন্য সুখী হও নাই। তুমি দিবানিশি অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছ। রমা, আর তোমাকে বেশী দিন

এ যাতনা ভোগ করিতে হইবে না, শীঘ্রই তোমার সকল যাতনার অবসান হইবে।

ক্রমে প্রতিভার স্বর জড়াইয়া আসিতে লাগিল। এক সঙ্গে অনেক কথা কহিয়া প্রতিভা ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

প্রতিভার সুস্থতার জন্য সকলে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতিভা স্বর্গের দেবী, স্বর্গীয় হাসি হাসিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

দীপ নিবিবার পূর্ব্বে যেমন একবার উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে সেইরূপ প্রতিভার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে একবার জ্বলিয়া উঠিল।

প্রতিভার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিজয় সিংহ মূর্চ্ছিত হইলেন। আর রমা সেই স্নেহকরুণাময়ীর বক্ষের উপর মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিভার কোমল হস্ত দুটী রমাকে সস্নেহে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।

অমর প্রতিভার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিলেন— "প্রতিভা ভগিনী! তুমি যে আমার স্বর্গের দেবী। তোমাকে কি মৃত্যু অধিকার করিতে পারে? তাই এখন মৃত্যুর ছায়া ও পবিত্র মুখখানিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। যেমন সরল সুন্দর মুখখানি ছিল এখনও সেই আভা সমভাবেই রহিয়াছে। তবে কে বলে প্রতিমা বিসর্জ্জন হইয়াছে?

সন্ন্যাসিনী।—যাও মা স্বর্গের দেবী, ঐ স্বর্গপুরে। স্বর্গের কুসুম এ মর-সংসারে ফুটিয়া পাপের উত্তাপে শুষ্ক হইবার ভয়ে বুঝি অফুটন্ত অবস্থায় স্বর্গের ফুল স্বর্গে চলিয়া গেলে? যাও মা, তোমার যশঃ-সৌরভে যেন সমস্ত নরনারী বিমোহিত হয়।

জন্মভূমির প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তিতে যেন সকলে শিক্ষা পায়। বীরপ্রসূ জন্মভূমি আবার যেদিন তোমার মত পুত্র কন্যা গর্ভে ধারণ করিবেন সেই দিন হইতে আবার ভারতের উন্নতি হইবে। অমর সিংহ, আর কেন বিসর্জ্জিত প্রতিমাকে কোলে করিয়া রাখিয়াছ? এ প্রতিমা জন্মের মত বিসর্জ্জন হইয়াছে।

সন্ন্যাসিনী, রমা ও বিজয় সিংহের মূর্চ্ছিত দেহের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রমার চৈতন্য হইল। কিন্তু বিজয়সিংহের আর চৈতন্য হইল না। সেই জীর্ণ দুর্ব্বল দেহে বুঝি নিদারুণ শোকাঘাত সহিতে পারিলেন না। প্রতিভার জীবনের সঙ্গে বিজয় সিংহের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইল।

সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"আহা বিজয় সিংহ তুমি বড় ভাগ্যবান, তাই প্রতিভার শোকে তোমাকে আর কাঁদিতে হইল না।"

সন্ন্যাসিনী রমাকে আশ্রমে রাখিয়া, তাহার পর অমর ও আশ্রমবাসিনীগণের সাহায্যে প্রতিভা ও বিজয় সিংহের মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া চলিলেন। আহা, জন্মের মত কুমারী প্রতিমা বিসর্জ্জন হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

যাতনা জুড়াইল।

প্রতিভার মৃত্যুতে রমা বড় আঘাত পাইয়াছিল। বালিকা সে আঘাত আর সহিতে পারিল না। দিন দিন রমা দুর্ব্বল হইয়া এখন একেবারে শয্যাগতা হইয়াছে। আর তার উঠিবার শক্তি নাই। রমার শীর্ণ দেহ একেবারে শয্যায় মিশাইয়া রহিয়াছে।

কয়েক দিবস হইতে রমা কীরত সিংহকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে কিন্তু কীরত সিংহ সময় অভাবে রমাকে দেখিতে আসিতে পারে নাই। আজ কীরতসিংহকে না ডাকিতেই সে আসিয়াছে। আজ বুঝি রমার জীবনের শেষ দিন তাই কীরত রমাকে শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছে। কীরত সিংহ রমার মস্তকের নিকট বসিয়া একদৃষ্টে সেই বিষাদপ্রতিমার পানে চাহিয়া রহিয়াছে। আজ যেন তাহার হৃদয়ে পাপের দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে জ্বালা জুড়াইবার জন্য কীরত সিংহ রমার সেই ক্ষুদ্র শীর্ণ কম্পিত হস্তখানি লইয়া আপন বক্ষের উপর রাখিল। তাহাতে যেন তার যাতনা অনেক লাঘব হইল।

কীরতকে দেখিয়া আনন্দে রমার নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু সেই শীর্ণ গণ্ডস্থলে গড়াইয়া পড়িল। রমা ক্ষীণ করুণকণ্ঠে বলিল—"যদি দেখা দিতে আসিলে, তবে কেন সময়ে আসিলে না? বলিবার অনেক কথা ছিল তাহা হইলে বলিতাম।"

কীরত সিংহ।—রমা, এখন তুমি মরিও না। আমি এতদিন

পাপে অন্ধ হইয়াছিলাম তাই পুণ্যের আলোক দেখিতে পাই নাই, তোমার ধর্ম্ম উপদেশ বুঝিতে পারি নাই। রমা, আজ আমার জ্ঞান হইয়াছে। এখন তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আর আমি পাপ করিব না। পাপের প্রতিফল পাইয়াছি, আর নয়।

রমার বিষণ্ণ মুখ প্রফুল্ল হইল। সে এতদিন ভগবানের চরণে নিয়ত কীরতের ধর্ম্মে মতির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল, আজ তার সে প্রার্থনা পূর্ণ হইল। মৃত্যু সময়ে রমা যে এত সুখে মরিবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। তাই রমা আনন্দে অধীর হইয়া বলিল—"তুমি যে আমার দেবতা। তোমাকে আমি চিরদিন পূজা করিয়াছি। তোমার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের চরণে নিয়ত প্রার্থনা করিয়াছি। তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাহিও না।" রমা উর্দ্ধে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিল—"ক্ষমা ঈশ্বরের কাছে চাও, ক্ষমা স্বর্গীয় পিতার নিকটে চাও, আর সেই কুমারীর নিকটে ক্ষমা চাও। যাঁহাদের নিকট অপরাধ করিয়াছ তাঁহাদের নিকটে ক্ষমা পাইলে আমি মৃত্যু সময়ে সমস্ত ভাবনা বিস্মৃত হইয়া তোমার কোলে আনন্দে হাসিতে হাসিতে মরিব ইহাপেক্ষা আমার আর কি সুখ আছে? আমাকে আর বাঁচিতে বলিও না। আমার মৃত্যুতে যে তোমার ধর্ম্মে মতি হইয়াছে ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। কুমারী যে মৃত্যু সময়ে বলিয়াছিলেন—রমা, শীঘ্র তোমার সকল যাতনার অবসান হইবে,—সেই দেবীবাক্যে আজ আমার সকল যাতনার অবসান হইল। এখন তুমি একবার বল আর পাপ পথে চলিবে না? সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে থাকিবে? তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে মরিতে পারিব। আমি ত

একদিনের জন্য একটু সুখশান্তি অনুভব করিতে পারি নাই। এ মৃত্যু সময়ে আমার প্রাণে একটু শান্তি দাও।

কীরত সিংহ।—রমা, আর আমি পাপকাজ করিব না। পাপ পথে চলিব না। পাপের জ্বালায় এখন জ্বলিতেছি আরও যে কতদিন জ্বলিব তাহা বলিতে পারি না। তাই বলি রমা, তুমি এখন মরিও না। তাহা হইলে আমার সব শূন্যময় হইবে। আমি একা এ যাতনা কেমন করিয়া সহিব?

রমা।—তোমাকে একা রাখিয়া যাইতে আমার বড় কষ্ট হইতেছে। কিন্তু কি করিব, মৃত্যু মানুষের ইচ্ছাধীন নহে। এখন ঈশ্বরকে স্মরণ কর, তিনি তোমার প্রাণে শান্তি দিবেন। আমি চলিলাম। আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও। আর তোমার চরণধূলা আমার মস্তকে দাও।

রমা শীর্ণ হস্তখানি তুলিয়া কীরতের পদধূলা লইয়া মস্তকে দিয়া জন্মের মত নয়ন মুদিলেন। এইবার চিরদুঃখিনী রমার সকল যাতনা জুড়াইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পাপের অনুতাপ।

পাপের অনুতাপে কীরত উন্মাদের মত হইয়াছে, তাহার আর কিছুতেই শান্তি নাই। বিলাসিতায় আর প্রবৃত্তি নাই। তাই সে এখন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার নিদ্রায় চক্ষু মুদ্রিত হইতেছে, কিন্তু সে ভয়ে চক্ষু মুদিতে পারে না। একবার চক্ষু মুদিলে সে যে কত বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন দেখে! সেই স্বপ্ন তাহাকে উন্মাদ করিয়াছে। রমার মৃত্যুর পর কীরত আর গৃহে প্রবেশ করে না। সে উন্মাদের মত পথে পথে বেড়াইতেছে। একদিন কীরত সিংহ নিদ্রায় বড়ই কাতর হইয়া একটী বৃক্ষতলে আসিয়া শয়ন করিল। সে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে সেই সময় বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখিল।—একটী খুব উচ্চ মনোহর স্থান। সেই স্থানে মানুষে উঠিতে পারে না। তাহার উপরে একটী স্বর্ণ-সিংহাসনের উপর দেবীমূর্ত্তিতে আনন্দময়ী প্রতিভা উপবিষ্টা আছেন। আর তাঁহার পার্শ্বে রমা বিষণ্নমুখে দাঁড়াইয়া কীরতের পানে চাহিয়া রহিয়াছে। কীরতের দুরবস্থা দেখিয়া এখনও বুঝি সেই পতিব্রতা রমার হৃদয় কাঁদিতেছে। কীরত, প্রতিভা ও রমাকে দেখিয়া তাঁহাদের নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে উর্দ্ধে চাহিয়া রহিল। রমা করযোড়ে প্রতিভাকে স্বর্গীয় ভাষায় কি বলিল তাহা কীরত বুঝিতে পারিল না। পরক্ষণে দেখিল রমা ও প্রতিভা হস্ত প্রসারণ করিয়া কীরতকে উর্দ্ধে উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সেই সময়

সহসা কীরত সিংহ দেখিল তাহার পিতা জয়সিংহ ক্রোধে কম্পিত হইয়া বলিলেন—ও পাপিষ্ঠ এ স্বর্গরাজ্যের অধিকারী নহে। যে পাপিষ্ঠ পিতাকে বিষপ্রয়োগে বধ করিয়াছে সে এখন শত বিষের জ্বালায় জ্বলিবে। নিরপরাধিনী কুমারী হত্যা ও পতিব্রতা পত্নীর মৃত্যুর কারণ যে, তাহার জন্য এ স্বর্গ প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তাহার জন্য অনন্ত নরকের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে। এই বলিয়া জয়সিংহ সজোরে কীরত সিংহকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই আঘাতে কীরত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল সে স্বর্গরাজ্য কোথায় মিলাইয়াছে এবং প্রতিভা, রমা ও জয়সিংহ কেহই নাই। কেবল একটী বৃক্ষতলে সে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, আর সম্মুখে অমর সিংহ দাঁড়াইয়া আছেন।

কীরত চমকিত হইয়া বলিল—"আপনি কে? আমি ত আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না।"

অমরসিংহ নিজের পরিচয় না দিয়া বলিলেন—"আমি পথিক। পথে যাইতে যাইতে তোমার চীৎকার শুনিতে পাইয়া এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। তুমি কি কোন ভয়ের স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়াছ?"

কীরতের আবার সেই বিভীষিকাময় স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"সে বড় ভীষণ স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের ভয়ে আমি একেবারে নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি। চক্ষু মুদিলেই সেই স্বপ্ন। এই স্বপ্ন আমাকে উন্মাদ করিয়াছে। আপনি কি বলিতে পারেন কি করিলে এ স্বপ্নের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব? যদি পারেন বলিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন।"

অমর।—যদি স্বপ্নের কথা বলিতে কোন বাধা না থাকে তাহা হইলে স্বপ্নের বিষয় বলিয়া আমার উদ্বেগ দূর কর। যদি আমার সাধ্য হয়, তাহা হইলে আমি তোমার উপকার করিতে চেষ্টা করিব।

কীরত স্বপ্নের বিষয় সমস্ত বলিয়া বলিল—"আমার মত মহাপাপী আর এজগতে কেহই নাই। আমি স্বহস্তে বিষ দিয়া পিতার জীবন সংহার করিয়াছি। এখন সহস্র বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি। আমি এই হস্তে কুমারী হত্যা করিয়াছি। এ হস্ত শতখণ্ড করিলেও বুঝি ইহার কলঙ্ক দূর হইবে না। আর আমার মহাপাপের জ্বালায় সেই পতিব্রতা রমা প্রফুল্লকুসুম চিরদিনের মত শুকাইয়াছে। আজ যদি রমা থাকিত তাহা হইলে আমি অনেক শান্তি পাইতাম। স্বর্গে থাকিয়া আমার দুরবস্থা দেখিয়া এখনও সে কাঁদিতেছে। রমা তুমি দেবী. আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। এখন একবার আমার যাতনা নিবারণের উপায় বলিয়া দাও। আর যে আমি এ যাতনা সহিতে পারি না। একবার মনে হয় যে ছুরিকায় প্রতিভাকে হত্যা করিয়াছি, সেই ছুরিকা নিজের বক্ষে আঘাত করিয়া সকল জ্বালা জুড়াই; কিন্তু কই মরিতেও সাহস হয় না। মরণে যে আমার বড় ভয়। না ইহাপেক্ষা মৃত্যুতে বেশী কষ্ট নাই। তবে কেন আমার মরিতে সাহস হয় না? না আমি মরিব না। তুমি বুঝি আমাকে মারিতে আসিয়াছ? না আমাকে মারিও না।" —এই বলিয়া উন্মাদ কীরত দ্রুতপদে পলায়ন করিল।

অমরসিংহ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। কীরতের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"ধন্য প্রতিভা,

তুমি বাক্‌সিদ্ধা দেবী। তুমি যে বলিয়াছিলে কীরতকে হত্যা করিও না, সে পাপের অনুতাপে দগ্ধ হইয়া অধিক যাতনা ভোগ করিবে, ইহা সত্য ; আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম। পাপীর যাতনা ইহাপেক্ষা গুরুতর আর কি হইতে পারে ? পাপের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কি পাপীর মনে ভয় হয় না ? একজন পাপীর দুরবস্থা দেখিয়া যদি সকলের শিক্ষা হইত তাহা হইলে এ মরভুবনে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা হইত। প্রতিভা, তোমার নিষেধ না শুনিয়া যদি প্রতিহিংসা করিতাম, তাহা হইলে পাপের এ পরিণাম দেখিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারিতাম না। প্রতিভা, তোমার কৃপায় আজ আমি যে জ্ঞানলাভ করিলাম। এই জ্ঞানশিক্ষা যেন এ জগতে সকলের হয়।"

সম্পূর্ণ